Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Chaitra 22, 1430 Bangla, April 05, 2024, Friday, No. 96, 54th year

H I G H L I G H T S

PM Sheikh Hasina reiterates her firm stand against the Israeli plans to retake any part of Gaza and the expulsion of Gazans from their own territory and the denial of Palestinians' right to a separate independent state alongside Israel. (Jago FM: 24)

AL GS Obaidul Quader comments that BNP's freedom fighters are 'freedom fighters by accident'. (Jago FM: 26)

Foreign Minister Dr Hasan Mahmud says that those who commit arson terrorism and kill people in the name of politics have no right to do politics in this country. (Jago FM: 26)

Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal says that the govt will take strict action against the Kuki-Chin. Adds, A group carried out a planned attack in peaceful Bandarban. (R. Today: 22)

BNP SJSG R K Rizvi says separatist groups have created sanctuaries of terror in the hills due to the knee-jerk policy of the govt. Undemocratic govt is responsible for the anarchic situation. (R. Today: 23)

The robbery in three branches of two banks in Ruma & Thanchi in Bandarban within a span of just 16 hours has raised widespread discussion across the country about the security of banks. (BBC: 7)

Kuki-Chin National Front terrorists engaged in several rounds of firing with joint forces at Thanchi in Bandarban. All banks have been closed indefinitely in Ruma, Thanchi & Rowangchari. (Jago FM: 24, R Today: 23)

A group of armed robbers have attacked the Rampal Power Plant in Bagerhat. 5 security personnel of the power plant including 2 Ansar members were injured in the attack. (VOA: 15)

About new AI policy of govt, TIB and Article Nineteen say, the widespread use of AI in state surveillance will pose risk of creating a 'police state' and is a clear violation of human rights. (VOA: 12)

The power supply situation in BD has deteriorated due to reduced production. Load-shedding has started in the scorching heat. The situation is worse in rural areas than in urban areas. (VOA: 9)

TIB and former police chiefs urge the Anti-Corruption Commission to immediately investigate the source of former IGP Benazir Ahmed's wealth. (VOA: 15)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর,
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
চৈত্র ২২, বাংলা ১৪৩০, এপ্রিল ৫, ২০২৪, শুক্রবার, নং- ৯৬, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

গাজার কোনো অংশ পুনর্দখলের ইসরায়েলি পরিকল্পনা এবং গাজাবাসীকে তাদের নিজস্ব ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করা এবং ইসরায়েলের পাশাপাশি ফিলিস্তিনিদের একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকার প্রত্যাখ্যান করার বিরুদ্ধে নিজের দৃঢ় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। (জাগো এফএম : ২৪)

বিএনপিপন্থি মুক্তিযোদ্ধারা 'ফ্রিডম ফাইটার বাই অ্যাক্সিডেন্ট' বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। (জাগো এফএম : ২৬)

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ বলেছেন, যারা রাজনীতির নামে আগুনসন্ত্রাস করে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করে তাদের এ দেশে রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই। (জাগো এফএম : ২৬)

কুকি চিনদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন শান্তিপুর্ণ বান্দরবানে একটি গোষ্ঠী পরিকল্পনামাফিক হামলা চালিয়েছে। (রে. টুডে : ২২)

বিএনপি'র জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী বলেছেন সরকারের নতজানু নীতির কারণে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী পাহাড়ে সন্ত্রাসের অভয়ারণ্য সৃষ্টি করেছে। সমাজে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির জন্য অগণতান্ত্রিক সরকার দায়ী।
(রে. টুডে : ২৩)

মাত্র ১৬ ঘন্টার ব্যবধানে বান্দরবানের রুমা ও থানচিতে দুটি ব্যাংকের তিনটি শাখায় ডাকাতির ঘটনা দেশজুড়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
(বিবিসি : ৭)

বান্দরবানের থানচিতে কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যৌথবাহিনীর কয়েক দফা গোলাগুলি। রুমা, থানচি ও রোয়াংছড়িতে সব ব্যাংক অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা ।(জাগো এফএম : ২৪; রে. টুডে : ২৩)

বাগেরহাটের রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে অস্ত্রধারী ডাকাত দল হামলা চালিয়েছে। হামলায় ২ জন আনসার সদস্যসহ বিদ্যুৎকেন্দ্রের ৫ জন নিরাপত্তাকর্মী আহত হয়েছেন। (ভোয়া : ১৫)

সরকারের নতুন এআই নীতি সম্পর্কে, টিআইবি এবং আর্টিকেল নাইন্টিন বলছে, রাষ্ট্রীয় নজরদারিতে এআই-এর ব্যাপক ব্যবহার একটি 'পুলিশ রাষ্ট্র' তৈরির ঝুঁকি তৈরি করবে এবং নাগরিকের উপর নজরদারির বিষয়টি মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। (ভোয়া : ১২)

উৎপাদন কমে যাওয়ায় বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে শুরু হয়েছে লোডশেডিং। শহরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে পরিস্থিতি আরও খারাপ। (ভোয়া : ৯)

সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদের সম্পদের উৎস অবিলম্বে তদন্তের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন টিআইবি ও সাবেক পুলিশ প্রধানরা। (ভোয়া : ১৫)

বিবিসি

এই বছরেই কি বাংলাদেশে তাপপ্রবাহ সবচেয়ে দীর্ঘ হবে?

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ শেষ হতে পারেনি। ইতোমধ্যে ঢাকা-সহ দেশের মোট চারটি বিভাগের বিভিন্ন জেলার ওপর দিয়েই মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ বইছে। তাই এসব এলাকায় তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা বা 'হিট অ্যালার্ট' জারি করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই এপ্রিল মাসে গড়ে সাধারণত দুই-তিনটি মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ ও এক-দু'টি তীব্র থেকে অতি তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যায়। তবে তারা আশঙ্কা করছেন, এ বছরের তাপপ্রবাহের ব্যাপ্তিকাল বিগত বছরগুলোকে ছাড়িয়ে যাবে। বাংলাদেশে কোনও স্থানের তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হলে সেখানে সতর্কবার্তা জারি করা হয়। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর গত ৩রা এপ্রিল, বুধবার বিকেল তিনটায় যে আবহাওয়ার সতর্কবার্তা দেয়, তাতে বলা হয় যে ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া চলমান তাপপ্রবাহ পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় অব্যাহত থাকতে পারে। এতে আরও বলা হয় যে চলমান তাপপ্রবাহের কারণে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তাপমাত্রাও বাড়তে পারে। "কোনও বিশাল এলাকা জুড়ে যখন তাপপ্রবাহ হয়, তখন এরকম সতর্কবার্তা দেওয়া হয়," বিবিসিকে বলেন আবহাওয়াবিদ ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক। তিনি জানান যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় গত কয়েকদিন ধরে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রা বয়ে যাচ্ছে। এর মাঝে সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে চুয়াডাঙ্গা ও ঈশ্বরদীতে। বৃহস্পতিবার, চৌঠা এপ্রিল আবহাওয়া অফিসের সকাল নয়টার পূর্বাভাস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় এই দুই এলাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। চলতি বছরে এখন পর্যন্ত এটিই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বলে বিবিসিকে জানান ড. মল্লিক। "বিদ্যমান তাপপ্রবাহের কারণে বাতাসে এখন জলীয় বাষ্পের আধিক্য থাকবে। এতে করে মানুষের শরীরে অস্বস্তিবোধ বৃদ্ধি হতে পারে," যোগ করেন তিনি। বাংলাদেশে সাধারণত মার্চ থেকে মে মাসকে বছরের উষ্ণতম সময় ধরা হয়। এর মধ্যে এপ্রিল মাসেই সাধারণত তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি থাকে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোর ক্ষেত্রে ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২২ ও ২০২৩ সাল ছিল উত্তপ্ত বছর। কিন্তু এগুলোর মাঝে ২০২৩ সালের কথা আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য।

আবহাওয়াবিদ মো. বজলুর রশীদ বিবিসিকে বলেন, "গত বছর চরম তাপপ্রবাহ ছিল। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে সারা দেশে দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় জুড়ে তাপপ্রবাহ ছিল।" তিনি মনে করেন, "গতবার দেশে রেকর্ডধারী তাপমাত্রা ছিল। সেই তুলনায় এবার তো এখনও কম আছে।" শুধু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে না, সারা বিশ্বেই ২০২৩ সাল উষ্ণতম বছর হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। ওই বছর বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া তাপপ্রবাহকে আবহাওয়াবিদ মি. মল্লিক সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, "ঐ বছরের তাপপ্রবাহকে 'এক্সট্রাঅর্ডিনারি' তাপপ্রবাহ বলে।" তিনি আরও জানান, "২০২৩ সালে বাংলাদেশে একটানা ২০ থেকে ২৩ দিন তাপপ্রবাহ ছিল।" বর্তমানে বাংলাদেশে যে তাপমাত্রা বিরাজ করছে, তা ৮ই ও ৯ই এপ্রিল নাগাদ কিছুটা কমতে পারে। আবহাওয়াবিদ বজলুর রশীদ বিবিসিকে বলেন, "এপ্রিল উষ্ণতম মাস, এসময় তাপমাত্রা এমনিতেও বেশি থাকে। কিন্তু এটিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া দরকার। যখন ঝড় হয়, তখন ভারি বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি হলে তাপমাত্রা আর বাড়ে না। কিন্তু আট-নয় তারিখের আগে ভারি বৃষ্টি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই", তিনি যোগ করেন।

এদিকে তাপপ্রবাহ কতদিন থাকবে, তার সুনির্দিষ্ট কোনও প্যাটার্ন নেই। তবে তীব্র তাপপ্রবাহ সাধারণত গড়ে তিন থেকে সাতদিন ধরে চলে। মৃদু তাপপ্রবাহের দৈর্ঘ্য আবার অনেক বেশি থাকে। বাংলাদেশে মৃদু তাপপ্রবাহ সর্বোচ্চ ২৩ দিন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হওয়ারও রেকর্ড রয়েছে বলে জানান মি. মল্লিক। তিনি মনে করেন, তাপপ্রবাহ দীর্ঘায়িত হলে তা নিয়ন্ত্রণে আসার জন্য বজ্রবৃষ্টি দরকার। "অনেকদিন ধরে তাপপ্রবাহ হলে কোনও কোনও এলাকার বায়ুরচাপ কমে যায়। বায়ুর চাপ কমলে সাগর থেকে আসা জলীয় বাষ্প বাতাসের কোথাও জড়ো হতে শুরু করে এবং তখন সেখানে বজ্রমেঘ তৈরি হয়। পরবর্তীতে সেই মেঘ বৃষ্টিপাত ঘটায়", তিনি ব্যাখ্যা করেন। "বাংলাদেশ বা ভারতের বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, মেঘালয়, ত্রিপুরা, দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে তাপপ্রবাহ বিদ্যমান। তাই, তাপমাত্রা কমিয়ে দেওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো বজ্রবৃষ্টি।"এটা ঠিক যে বাংলাদেশে এপ্রিল মাস উষ্ণতম। কিন্তু প্রতি বছর এপ্রিল মাসে তাপপ্রবাহ শুরু হয় না। কোনও কোনও বছর এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহেই তাপপ্রবাহ শুরু হয়। আবার কোনও কোনও বছর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের পর তাপপ্রবাহ শুরু হতে দেখা দেয়। আবহাওয়াবিদ মি. মল্লিক বলেন,"তাপপ্রবাহ শুরু হওয়ার কোনও পর্যায়ভিত্তিক আবর্তনরীতি নাই। এই মাসের এক তারিখ তাপপ্রবাহ হল, আগামী বছরও যে একই তারিখে হবে, বিষয়টা এমন না।" ২০১৪ সাল ছিল বাংলাদেশের উষ্ণতম বছরগুলোর মাঝে অন্যতম। সে বছর ঢাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ২৪শে এপ্রিল, ৪০ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২০১৬ সালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয় ২৪শে এপ্রিলেই, ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২০১৮ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি ঢাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি। ২০১৯ সালের এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে ঢাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয় ৩৭ দশমিক এক ডিগ্রি। আবার, ২০২০ সালে আবার ঢাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৭ই এপ্রিল, ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর পরের তিন বছরেও কখনও এপ্রিলের শেষে, কখনও বা মার্চের শেষে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয়।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের এসব তথ্য থেকে বোঝা যায় যে তাপপ্রবাহ একই আবর্তনে চলে না।বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের গত কয়েকদিনের পূর্বাভাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে এখন বেশি তাপমাত্রা বিরাজ করছে। এর কারণ হিসেবে আবহাওয়াবিদরা জানান, বাংলাদেশের ঐ অঞ্চলের দিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যের অবস্থান। কিন্তু এইসব প্রদেশের তাপমাত্রা অনেক বেশি। এসব জায়গায় বছরের এই সময়ে তাপমাত্রা ৪২ থেকে ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মাঝে ওঠানামা করে। ড. মল্লিক বলেন যে গত বছর ভারতের ওইসব অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৫২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। "যেহেতু ওগুলো উত্তপ্ত অঞ্চল, তাই ওখানকার গরম বাতাস চুয়াডাঙ্গা, যশোর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী হয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং তা আমাদের তাপমাত্রাকে গরম করে দেয়।" এই আন্তঃমহাদেশীয় বাতাসের চলাচল ও স্থানীয় পর্যায়েও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে দেশব্যাপী এবছর তাপপ্রবাহ তুলনামূলক বেশি থাকতে পারে বলে মনে করছেন ড. মল্লিক। "বিগত বছরের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে ২০২৪ সাল উত্তপ্ত বছর হিসেবে যাবে। আমরা এ বছর তাপপ্রবাহের দিন এবং হার বেশি পেতে যাচ্ছি", বলেন তিনি। "এর কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। বাংলাদেশের তাপমাত্রার উর্ধ্বগতিতে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ছোঁয়া লেগেছে", মন্তব্য ড. মল্লিকের। আবহাওয়া অধিদপ্তর তাদের হিসেব অনুযায়ী তাপপ্রবাহকে তিন ভাগে ভাগ করে। কোনও স্থানের তাপমাত্রা ৩৬ থেকে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকলে সেটিকে মৃদু তাপপ্রবাহ বলে। তাপমাত্রা যখন ৩৮ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে, তাকে বলে মাঝারি তাপপ্রবাহ। আর, তাপমাত্রা ৪০ থেকে ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকলে সেটিকে আবার বলে তীব্র তাপপ্রবাহ।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার মতে, কোনও জায়গার দৈনিক যে গড় তাপমাত্রা, সেটি পাঁচ ডিগ্রি বেড়ে গেলে এবং পরপর পাঁচদিন তা চলমান থাকলে তাকে হিটওয়েভ বা তাপপ্রবাহ বলা হয়। অনেক দেশ এই সংজ্ঞা নিজের দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী ঠিক করে। তবে সার্বিকভাবে তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রির ওপরে উঠলে শরীর নিজেকে ঠাণ্ডা করার যে প্রক্রিয়া, সেটি বন্ধ করে দেয়। যে কারণে এর বেশি তাপমাত্রা হলে তা যে কোনও স্বাস্থ্যবান লোকের জন্যও বিপজ্জনক হতে পারে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের হিসেবে বাংলাদেশে হিটওয়েভ বা তাপপ্রবাহ শুরু হয় ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে। তবে এটা আসলে পুরোটা নির্ভর করে মানবদেহের খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতার ওপর। বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, জার্মান রেড ক্রস এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর যৌথভাবে ২০২১ সালে একটি গবেষণা পরিচালনা করে, যার ফলাফলে দেখা গেছে ঢাকায় হিটওয়েভ বা তাপপ্রবাহের প্রবণতা বেড়েই চলেছে। আর হিটওয়েভের কারণে স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়া-সহ নানা ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে বয়স্ক মানুষ, শিশু, গর্ভবতী, খেলোয়াড় এবং যারা বাইরে কায়িক পরিশ্রমের পেশার সাথে জড়িত তারা সব চাইতে বেশি স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকেন তাপপ্রবাহের সময়। সরাসরি সূর্যের নিচে যাদের কাজ করতে হয় তাদের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। তাই তাপপ্রবাহের সময় যেসব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে :

১.বেলা ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত সময় যখন তাপমাত্রা সব চেয়ে বেশি থাকে সেই সময়টাতে বাইরের কাজ কমিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে।

২.ঘরের ভেতরে বা ছায়া আছে এমন জায়গায় থাকার চেষ্টা করতে হবে।

৩.প্রচুর পানি এবং তরল পানীয়, যেমন শরবত, ডাব, ফলের রস পান করতে হবে।

৪.যতবার সম্ভব গোসল করুন।

৫.বারবার মুখ ও শরীরে পানির ঝাপটা দিন।

৬.যথেষ্ট বিশ্রাম নিতে হবে।

৭.ঢিলেঢালা এবং বাতাস পরিবহনকারী পোশাক পরুন।

৮.ঘরের বাইরে সানগ্লাস ব্যবহার করুন। (বিবিসি ওয়েব পেজ:০৪.০৪.২০২৪ রিহাব)

বাংলাদেশে ব্যাংকের নিরাপত্তায় যে ধরনের ব্যবস্থা রাখতে হয়

বান্দরবানে দিনে দুপুরে ডাকাতির ঘটনায় ব্যাংকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের দু'টি এলাকার ব্যাংকে অস্ত্রধারীদের এ ধরনের হামলার ঘটনায় নতুন করে প্রশ্ন উঠছে- নিরাপত্তা নিয়ে ব্যাংকগুলোর নানা ধরনের ব্যবস্থা থাকলেও সেগুলো কতটুকু পালন করা হচ্ছে? নিয়মানুযায়ী ব্যাংকের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কী কী পদক্ষেপ নিতে হয়? এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোনো গাইডলাইন রয়েছে কি না? ব্যাংকগুলো বা সিকিউরিটি এজেন্সিগুলোর দায়ই বা কতখানি? এমন নানা ধরনের প্রশ্ন উঠে আসছে। ব্যাংকাররা বলছেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গাইডলাইন অনুযায়ী দুই থেকে চার স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সব ধরনের ব্যাংকে থাকতে হবে। বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোতে নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক তথা বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশিত গাইডলাইন রয়েছে। সারাদেশের সব ব্যাংকগুলোকে ওই গাইডলাইন অনুসরণ করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী, ব্যাংকগুলোতে দুই থেকে চার স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকতে হবে। এই স্তরগুলোর মধ্যে রয়েছে -

১. বিভিন্ন ব্যাংকের শাখায় পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা থাকতে হবে।

২. ব্যাংকের যে রুমে ভল্ট থাকে সেটিকে স্ট্রং রুম বলা হয়। এই রুম পুরোপুরি আরসিসি ঢালাই হতে হবে। সেটি ইটের হতে পারবে না। যে ভল্টে টাকা রাখা হয় সেটির দরজা মোটা স্টিলের। এর দরজা হবে ফায়ার-প্রুফ এবং বুলেটপ্রুফ।

৩. ব্যাংকের ভল্টের তালা– চাবির নিয়ন্ত্রণ তিনজনের কাছে থাকবে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনায় বলা হয়েছে। দায়িত্বরত ব্যবস্থাপকের কাছে যে চাবিটি থাকবে তাকে 'কাভারিং কি' বলে। বাকি চাবি ব্যবস্থাপকের মনোনীত দুইজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার কাছে থাকবে। এই দুইজন সাধারণত ভল্ট খোলা ও বন্ধের কাজে নিয়োজিত থাকেন। এই তিন ব্যক্তির হাতেই শুধুমাত্র টাকা রাখার ভল্টের চাবির নিয়ন্ত্রণ থাকবে বলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় বলা হয়েছে। যে কোনো একটি চাবি দিয়ে কোনোভাবেই এই ভল্ট খোলা যাবে না।

৪. বাংলাদেশ ব্যাংকের ওই নির্দেশনায় আরো বলা হয়েছে, ব্যাংকের টাকার ভল্টে একটা অ্যালার্ম সিস্টেম থাকতে হবে। অর্থাৎ ভল্টে এমন একটা ডিভাইস থাকবে যাতে ওই রুমে কোনো ব্যক্তি বা কোনো কিছু প্রবেশ করলে তাৎক্ষণিকভাবে অ্যালার্ম বেজে উঠে। এর রিমোট সিস্টেমটি ব্যবস্থাপকের বাসায় অথবা তার ফোনে থাকবে। যাতে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভল্টে কোনো অস্বাভাবিক অবস্থা তৈরি হয়েছে কি না তা জানতে বা বুঝতে পারেন। অনেক সময় এই অ্যালার্ম স্থানীয় বা নিকটস্থ থানার সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে।

৫. নিরাপত্তার জন্য ব্যাংকের প্রবেশ পথে নিরাপত্তা প্রহরী থাকবে। এসব প্রহরীরা বন্দুকধারী হতে হবে। এসব বন্দুক সচল রয়েছে কি না বছরে একবার বা দুইবার তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সারা দেশের তফশিলি ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর যত শাখা রয়েছে, সব শাখাতেই এসব নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

২০০৮ সালের জানুয়ারিতে দেশের সবচেয়ে আলোচিত ব্যাংক লুটের ঘটনাটি ঘটে। ধানমন্ডির শুক্রাবাদে বেসরকারি ব্র্যাক ব্যাংকের এক শাখায় এ লুটের ঘটনায় তোলপাড় চলে দেশজুড়ে। এরপরই ওই মাসে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন ব্যাংকের নিরাপত্তা জোরদারে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা কঠোরভাবে অনুসরণের জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করে। ওই বছর ৩১শে জানুয়ারি দেয়া প্রজ্ঞাপনটিতে বলা হয়েছে, যে সব ব্যাংকের শাখায় লকার রয়েছে সেখানে পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ব্যাংকাররা বলছেন, সাধারণত সরকারি ট্রেজারি বা সোনালী ব্যাংকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকেন। কিন্তু অন্যান্য ব্যাংকে নিরাপত্তার দায়িত্বে আনসার সদস্য বা বেসরকারি বিভিন্ন সিকিউরিটি এজেন্সির সদস্যদের নিয়োগ করা হয়। সোনালী ব্যাংকের সিইও আফজাল করিম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের যে নির্দেশনা রয়েছে তা প্রত্যেকটি ব্যাংকেই অনুসরণ করা হয়"। "ব্যাংকের ভল্টের দুইটা চাবি থাকে। একটা চাবি সংশ্লিষ্ট শাখার ব্যবস্থাপকের দায়িত্বে থাকে। আরেকটা চাবি ব্যাংকের জয়েন্ট কাস্টোডিয়ানের কাছে থাকে। যে কোনো একটা চাবি দিয়ে ভল্টের তালা খোলা সম্ভব না। এটি শতভাগ অনুসরণ করা হয়," বলেন মি. করিম। সোনালী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা ভেদে নিরাপত্তার জন্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়। তবে, সিটি এরিয়াতে ব্যাংকের নিজস্ব নিরাপত্তা প্রহরী বা আনসারও মোতায়েন করা হয় বলে জানান মি. করিম। তবে, নিরাপত্তার জন্য কতজন প্রহরী থাকবে তা এলাকা ভেদে নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া যে অ্যালার্ম থাকার কথা রয়েছে সেটিও বেশিরভাগ ব্রাঞ্চেই রয়েছে।

মেঘনা ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুরুল আমিন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের যে-সব নির্দেশনা রয়েছে তা বেশিরভাগ ব্যাংকই অনুসরণ করে। ট্রেজারি বা ব্যাংকের বড় ব্রাঞ্চে সিকিউরিটি আরো স্ট্রংলি করা হয়"। "মফস্বল ব্রাঞ্চে এই নির্দেশনা পালন করে কি না তা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ টাকাকে সিকিউর করার জন্য এসব নির্দেশনাই যথেষ্ট," বলেন মি. আমিন। এদিকে, মঙ্গলবার ও বুধবার বান্দরবানের রুমা ও থানচিতে তিনটি ব্যাংক ডাকাতির ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, "আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে আমরা প্রতিনিয়তই যোগাযোগ রাখছি। তারা যে কার্যক্রমগুলো করছে আমরা সেটা সম্পর্কে অবগত আছি এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিবো"। শুধু ঢাকা মহানগরীতেই নয়, দেশের বিভিন্ন জেলা শহরের সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকে বেসরকারি বিভিন্ন সিকিউরিটি এজেন্সির সদস্যদের মোতায়েন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৮ সালে নিরাপত্তা নিয়ে যে সার্কুলার দেয় তাতে, এসব এজেন্সির বিষয়ে ব্যাংকগুলোকে যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করে নিয়োগ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ব্যাংকে কোনো ধরনের চুরি, ডাকাতি বা ক্ষয়ক্ষতি হলে এর দায় নিতে এসব এজেন্সিগুলো বাধ্য থাকবে। এটি নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে যে পরিমাণ লকার রয়েছে তার উপর। এছাড়াও যখন ব্যাংকগুলো বাইরে থেকে নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগ দেবে না সেক্ষেত্রে নিজস্ব নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগ দিতে পারবে। বিভিন্ন ব্যাংকে নিরাপত্তা দিয়ে থাকে এ ধরনের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে রয়েছে। এ রকম একটি প্রতিষ্ঠান এলিট ফোর্স। এই প্রতিষ্ঠানটির বেশ কয়েকশ সদস্য দেশের প্রায় ৪২টি ব্যাংকে নিরাপত্তায় নিয়োজিত রয়েছে। সরকারি–বেসরকারি সব ব্যাংকেই এ প্রতিষ্ঠানটি নিরাপত্তা প্রহরী দিয়ে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের চিফ অপারেশন অফিসার মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) আব্দুল হাই বিবিসি বাংলাকে বলেন, "বিভিন্ন শিফটে ব্যাংকগুলো ফিজিক্যাল সিকিউরিটির জন্য প্রহরী নেয়। একইসাথে গানম্যান সার্ভিসও অনেক ব্যাংক নিয়ে থাকে। ব্যাংকগুলোর সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের থাকে"। কোনো কোনো ব্যাংক নয়শত নিরাপত্তা প্রহরীও এ প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়োগ করেছে বলে জানান তিনি।

শুধু ব্যাংকের শাখার নিরাপত্তার দায়িত্বই নয় বরং বিভিন্ন সময় এক ব্যাংকের শাখা থেকে আরেক ব্যাংকে অথবা ব্যাংক থেকে এটিএম বুথে টাকা ট্রান্সফারের দায়িত্বও এই ধরনের প্রতিষ্ঠান নিয়ে থাকে। মি. হাই বলেন, "বিভিন্ন ব্যাংকের টাকাপয়সার যে মুভমেন্ট হচ্ছে তার নিরাপত্তাও আমরা দিয়ে থাকি। কারণ অর্থ পরিবহন করার জন্য আমাদের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা রয়েছে"। 'ক্যাশ ইন ট্রান্সজেক্ট ভেহিকেল' বা সিএটি ভেহিকেল নামে বিশেষ ধরনের এক যানবাহনে এ ধরনের অর্থ স্থানান্তর করা হয় বলে জানান তিনি। এসময় গানম্যান দিয়ে নিরাপত্তা দেয়া হয়ে থাকে। দেশে সর্বশেষ যে ব্যাংক ডাকাতির ঘটনা আলোড়ন তুলেছিলো সেটি ২০১৫ সালে আশুলিয়ায় বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকের কাঠগড়া শাখায় ডাকাতির একটি ঘটনা। ওই ঘটনায় জড়িতরা সবাই নিষিদ্ধ ঘোষিত জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি) এবং আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সদস্য। জঙ্গি কর্মকাণ্ডের তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই হামলা করা হয় বলে গ্রেপ্তারকৃতরা আদালতে জবানবন্দি দিয়েছে। ডাকাতির সময় গুলি করে ও কুপিয়ে ব্যাংকে আটজনকে হত্যা করা হয়। এ সময় ডাকাতরা গ্রেনেড ও ককটেল ব্যবহার করে এবং এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ে কাঠগড়া এলাকায় এক ধরনের তাণ্ডবের সৃষ্টি করেছিল। এ ঘটনায় করা মামলায় ২০১৬ সালে ছয় জঙ্গিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে ঢাকার একটি আদালত। আরো একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও দুইজনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয়া হয়েছে। ২০২৩ সালের ৯ই মার্চ ঢাকায় বেসরকারি ব্যাংক ডাচ -বাংলা ব্যাংকের সোয়া এগার কোটি টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। ওইদিন মিরপুরের ডিওএইচএস থেকে মানিপ্ল্যান্ট লিংক প্রাইভেট লিমিটেড নামের একটি সিকিউরিটি কোম্পানির গাড়িতে করে সাভারের ইপিজেডে ব্যাংকটির বুথে ওই টাকা নেয়া হচ্ছিলো। অনেকটা ফিল্মি কায়দায় সেদিন সকালে উত্তরা ১৬ নম্বর সেক্টরের ১১ নম্বর ব্রিজে ডাকাত দল ডাচ বাংলা ব্যাংকের টাকা-ভর্তি ওই গাড়ির পথরোধ করে। গাড়িতে থাকা কর্মীদের মারধর করে টাকা ভর্তি চারটি ট্রাংক ছিনতাই করে পালিয়ে যায় ডাকাত দল। পরবর্তীতে আইনশৃঙ্খলাবাহিনী জানায়, ডাকাতদের কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না। ডিবি পরিচয়ে এই ডাকাতি হয়। এছাড়া টাকা বহনের সময় নিয়মানুযায়ী সিকিউরিটি কোম্পানির কর্মীদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকার কথা থাকলেও সেটি ছিল না। তারও আগে ২০০৮ সালের ৫ই জানুয়ারি ঢাকার ধানমণ্ডির শুক্রাবাদে ব্র্যাক ব্যাংকের শাখায় চুরির ঘটনা তোলপাড় চলে দেশজুড়ে। এঘটনায় ব্যাংকটির অবস্থান ছিল হোটেল নিদমহল ভবনের দোতলায়। ব্যাংকের যে রুমে লকার ছিল সেখানে হোটেলের একটি রুম থেকেই লকার রুমের ছাদে গর্ত করে ওই চুরির ঘটনা ঘটে। ব্যাংকটির এই ব্রাঞ্চে থাকা ১৩২টি লকারের মধ্যে ৭৫টি লকার ভেঙ্গে গ্রাহকদের থাকা মূল্যবান সম্পদ চুরি করা হয় এ ঘটনায়।

নব্বইয়ের দশকের আলোচিত ব্যাংক ডাকাতির ঘটনা ছিল রাজধানী ঢাকার মতিঝিলে তৎকালীন গ্রিন্ডলেজ ব্যাংকের ৫০ লাখ টাকা ছিনতাই। এ ঘটনার দিন সকালে ব্যাংকটির চিফ ক্যাশিয়ার ও একজন পিয়ন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে টাকা তুলে একটি মাইক্রোবাসে করে দিলকুশা ব্রাঞ্চে নিয়ে যাচ্ছিলো। মতি ঝিলের পূবালী ব্যাংকের সামনে আসতেই ডাকাতদল দুইটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটনায়। পরে রাস্তা ফাঁকা হলে কাটা রাইফেলের ভয় দেখিয়ে ব্যাংকের ওই কর্মকর্তা ও চালককে নামিয়ে মাইক্রোবাস নিয়ে পালিয়ে যায়। ওই ৫০ লাখ টাকা গাড়িতে থাকা একটি স্টিলের ট্রাংকে ছিল। যদিও ঘটনার ৩৬ ঘণ্টার মধ্যেই ধরা পড়ে ডাকাত দল। একই সাথে প্রায় সব টাকাও উদ্ধার করা সম্ভব হয়। বিভিন্ন সময় ব্যাংকে এসব ডাকাতি বা ছিনতাইয়ের ঘটনায় সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন উঠে আসতে দেখা গেছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ:০৪.০৪.২০২৪ রিহাব)

থমথমে রুমা ও থানচি, অপহৃত ব্যাংক কর্মকর্তার বিষয়ে বার্তা পেয়েছে পরিবার

বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা বান্দরবানের রুমা ও থানচি উপজেলায় অস্ত্রধারীদের হামলা ও ব্যাংক লুটের ঘটনায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। রুমা থেকে অপহৃত সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তা নেজাম উদ্দিনের সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি। সোনালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের রুমা শাখার অপহৃত ব্যবস্থাপকের সঙ্গে তার পরিবারের যোগাযোগ হয়েছে জানালেও পরিবার বলছে নেজাম উদ্দিনের সাথে সরাসরি তাদের কোনো কথা হয়নি। রুমা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ মাহবুবুল হক অবশ্য বিবিসি বাংলাকে বলেছেন যে নেজাম উদ্দিনকে যেন দ্রুত যেন মুক্ত করা যায় সেজন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রাতে একদল বন্দুকধারী রুমা উপজেলা কমপ্লেক্সের মসজিদ ঘেরাও করে ব্যাংক কর্মকর্তা নেজাম উদ্দিনকে তুলে নেয় এবং এরপর ব্যাংকে তাণ্ডব চালায়। পরদিন বুধবার বন্দুকধারীরা থানচি বাজার ঘেরাও করে সোনালী ও কৃষি ব্যাংকের দুটি শাখা তছনছ করে এবং ব্যাংকের কাউন্টার ও উপস্থিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে ১৭ লাখ ৪৫ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায় বলে জানান থানচি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মামুন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বুধবার দুপুরেই ঢাকায় প্রেস ব্রিফিংয়ে রুমা ও থানচিতে ব্যাংকে সশস্ত্র হামলার জন্য কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট বা কেএনএফকে দায়ী করলেও কেএনএফ এর তরফ থেকে এ বিষয়ে কোনো বার্তা আসেনি। রুমা ও থানচির ঘটনার সাথে জড়িতদের কাউকে এখনো আটক করতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তবে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কেএনএফ এর সঙ্গে পরবর্তী বৈঠক বাতিল করেছে বান্দরবান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্ব গঠিত শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিটি। সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আফজাল করিম বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন যে রুমা সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপক নেজাম উদ্দিন ভালো আছেন বলে খবর পেয়েছেন তারা। কীভাবে এই তথ্য পেলেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমার সঙ্গে সরাসরি কথা হয়নি। তবে পরিবার বার্তা পেয়েছে বলে আমাকে জানিয়েছে। আমরাও বিভিন্ন মাধ্যমে জেনেছি যে তিনি ভালো আছেন"। তাকে উদ্ধারের অগ্রগতি আছে

কি না – এমন প্রশ্নের জবাবে মি. করিম বলেন বিষয়টি নিয়ে প্রশাসন ও ব্যাংক একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। "আমি আশা করছি দ্রুতই আপনাদের এ বিষয়ে ভালো খবর দিতে পারবো," বলছিলেন তিনি।

যদিও অপহৃত ব্যাংক কর্মকর্তা নেজাম উদ্দিনের স্ত্রী মাইসুরা ইসফাত বিবিসি বাংলাকে বলেছেন যে স্বামীর সাথে এখন পর্যন্ত সরাসরি কোনো কথা হয়নি। "তবে আমরা খবর পেয়েছি যে তিনি ভালো আছেন। আমরা চাই দ্রুত ওনাকে উদ্ধার করা হোক। সময় দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। কিন্তু নেজাম উদ্দিন সম্পর্কে কারা তাকে বার্তা দিয়েছে বা তারা আর কিছু বলেছে কি না এসব বিষয়ে বিস্তারিত আর কিছু বলতে রাজি হননি তিনি। অবশ্য রুমা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ মাহবুবুল হক বলেছেন ব্যাংক কর্মকর্তাকে উদ্ধারে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে প্রশাসন। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এ নিয়ে কাজ করছে। "আমরা আশা করি খুব দ্রুতই আমরা ভালো ফল পাবো," বলছিলেন মি. হক। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ মাহবুবুল হক বলছেন রুমার পরিস্থিতি থমথমে হলেও পরিবহন চলাচল শুরু হয়েছে এবং দোকানপাট খুলেছে। তবে রুমা ও থানচির বাজারগুলোতে দোকানপাট খুললেও খুব একটা লোকজন নেই বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। যদিও ঘটনার পর থেকেই বিজিবি ও পুলিশ টহল দিচ্ছে। এদিকে মঙ্গলবার রাতে রুমায় ও বুধবার থানচিতে ব্যাংকে সশস্ত্র হামলার পর বান্দরবান জেলার মোট তিনটি উপজেলায় সোনালী ব্যাংকের কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে। পর্যটনের জন্য এই শহরটি পরিচিত হলেও রোজার কারণে পর্যটক কম ছিল। তার মধ্যে এই ঘটনার জেরে এলাকাটি একেবারেই পর্যটক শূন্য হয়ে পড়েছে। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে মঙ্গলবার রাতে রুমা উপজেলা প্রশাসন কমপ্লেক্স ভবনে সোনালী ব্যাংকে ডাকাতির আগে সেখানকার মসজিদ ঘিরে ফেলেছিলো ডাকাতরা। তবে পরিষদ চত্বরে ঢোকার আগেই ডাকাতরা সেখানকার বিদ্যুতের সাব স্টেশন বন্ধ করে দেয় বলে বুধবারের ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। স্থানীয়রা বলছেন এশার নামাজের সময় মসজিদ ঘেরাওয়ের পাশাপাশি সোনালী ব্যাংকেও অবস্থান নেয় তারা। ডাকাতদের বিশ জনের মতো মসজিদে প্রবেশ করে ব্যাংক ম্যানেজারকে খুঁজতে শুরু করে। এরপর অস্ত্রের মুখে মুসল্লিদের জিম্মি করে সেখানে থাকা ব্যাংক ম্যানেজার নিজাম উদ্দিনকে নিয়ে যায় ব্যাংকে। ব্যাংকের ভেতরে ঢুকে ম্যানেজারের কাছে থাকা চাবি নিয়ে ভল্ট খুলার চেষ্টা করে তারা। তবে সোনালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছে, শেষ পর্যন্ত ভল্ট ভাঙতে না পারায় কোনো টাকা লুট করতে পারেনি সন্ত্রাসীরা। রুমার এ ঘটনা নিয়ে ব্যাপক তোলপাড়ের মধ্যে বুধবার দুপুরেই সেখানে যান পুলিশের আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন। সে সময় থানচিতেও সোনালী ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংকের দুটি শাখায় হামলার খবর পাওয়া যায়। ওইদিন বেলা সাড়ে এগারটার পর সশস্ত্র ব্যক্তিরা থানচি বাজার ঘিরে ফেলে এবং এরপর অস্ত্রের মুখে লোকজনের ফোন কেড়ে নিয়ে ব্যাংকে ঢুকে পড়ে। যদিও জানা গেছে ব্যাংকে প্রবেশ করে নিরাপত্তা কর্মীদের অস্ত্র কেড়ে নেয়ার পর কাউন্টার এবং গ্রাহকদের কাছ থেকেও টাকা নিয়ে যায় অস্ত্রধারীরা। প্রসঙ্গত, থানচি বাজারের সাথেই থানা ও বিজিবির ক্যাম্প ছাড়াও কাছেই সেনাবাহিনীর একটি চেকপোস্ট আছে। স্থানীয়রা অবশ্য বলছে অল্প সময়ের মধ্যেই ভীতিকর অবস্থা তৈরি করে দুই ব্যাংকে হামলা করে ডাকাতদল ওই এলাকা ছেড়ে যায়। এর মধ্যে বুধবার ভোর থেকেই অপহৃত ব্যাংক কর্মকর্তা নেজাম উদ্দিন এবং লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান শুরু করে যৌথ বাহিনী।

(বিবিসি ওয়েব পেজ:০৪.০৪.২০২৪ রিহাব)

কেএনএফ-এর সাথে শান্তি আলোচনার মধ্যেই ব্যাংক ডাকাতির ঘটনা কেন?

মাত্র ১৬ঘন্টার ব্যবধানে বান্দরবানের রুমা ও থানচিতে দুটি ব্যাংকের তিনটি শাখায় ডাকাতির ঘটনা দেশজুড়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এই ঘটনার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন ঘটনার সাথে কেএনএফ বা কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট জড়িত। কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন' হিসেবে বিবেচনা করে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী। শুধু ব্যাংক ডাকাতির ঘটনাই নয়, সোনালি ব্যাংকের ম্যানেজারকে অপহরণ, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর ১৪টি অস্ত্র লুট করেছে হামলাকারীরা। সরকারের সাথে কেএনএফ-এর যখন শান্তি আলোচনা চলছে ঠিক সে সময়ে এসব ব্যাংক ডাকাতির ঘটনা নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এমন অবস্থায় কেএনএফ'র সাথে আগামী ২২শে এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য শান্তি আলোচনা বাতিল করে দিয়েছে শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিটি। ২০২২ সালে কুকি-চিনের তৎপরতা দৃশ্যমান হয়েছিল বাংলাদেশে। সংগঠনটি তাদের ফেসবুক পাতায় তখন দাবি করেছিলো যে তারা বাংলাদেশের কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন নয়। তাদের ভাষায়, "সুবিধা বঞ্চিত কুকি-চিন জনগোষ্ঠীর জন্যে স্বশাসিত বা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতাসহ একটি ছোট রাজ্য" চাইলেও তারা কোন স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়নি।

কেএনএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নাথান বম এর নাম গণমাধ্যমে এসেছিল। তিনি ২০১২ সালে কুকি চিন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনস বা কেএনডিও নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন যা পরে কেএনএফ এ রূপান্তরিত হয়। কেএনএফকে নির্মূল করার জন্য বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী জোরালো অভিযান শুরু করে। সেনাবাহিনীও এই অভিযানে সম্পৃক্ত হয়। গত বছর কেএনএফ-এর সাথে সেনাবাহিনীর সংঘাত চলে। বিভিন্ন সময় বিস্ফোরণে বেশ কয়েকজন সেনা সদস্য নিহত হয়। এমন প্রেক্ষাপটে কেএনএফ'র সাথে আলোচনার মাধ্যমে সংঘাত নিরসনের পথ বেছে নেয় সরকার। গত বছরের মে মাসে কেএনএফ সরকারের কাছে কয়েকটি দাবি জানায়। এসব দাবির মধ্যে রয়েছে রুমা, থানচি, রোয়াংছড়িসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের নয়টি উপজেলা নিয়ে 'স্বায়ত্তশাসিত' অঞ্চল গঠন; ওই এলাকায় কুকি চিনের নেতৃত্বে পৃথক প্রশাসনিক অঞ্চল এবং

ভারত ও মিয়ানমারে চলে যাওয়া কুকি-চিন জনগোষ্ঠীকে ফেরত আনার ব্যবস্থা করা। গত বছরের জুলাই মাসে কেএনএফ-এর সাথে শান্তি আলোচনা শুরু হয়। দুদফা ভার্চুয়াল আলোচনার পর ৫ই নভেম্বর প্রথমবার মুখোমুখি বৈঠক হয়। প্রথম বৈঠকটি হয়েছিল রুমার মুনলাই পাড়াতে। এরপর ৫ই মার্চ বান্দরবানের রুমা উপজেলার বেথেল পাড়ায় সরকার ও কেএনএফ-এর মধ্যে দ্বিতীয় দফায় মুখোমুখি বৈঠক হয়েছে। আগামী ২২শে এপ্রিল তৃতীয় দফায় সশরীরে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। কিন্তু সেটি বাতিল করে দিয়েছে শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিটি। শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিটির অন্যতম সদস্য ও বান্দরবানের সাংবাদিক মনিরুল ইসলাম মনু বিবিসি বাংলাকে বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার কমিটির কাজ হচ্ছে কেএনএফ-এর সাথে সরকারের সংযোগ স্থাপন করিয়ে দেয়া। এই কমিটির কোন দাবি পূরণ করা কিংবা প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিতে পারে না। বান্দরবানের স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে এই শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিটি গঠন করা হয়। শান্তি আলোচনা ভেস্তে দেবার জন্য কোন মহলের ইন্ধন রয়েছে কি না সেটিও ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে বলে মনে করেন মনিরুল ইসলাম।

প্রথম দুই দফা সংলাপে কেএনএফ সব ধরনের সশস্ত্র কার্যক্রম থেকে বিরত থাকা ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত দুটি সমঝোতা স্মারক সম্পাদিত হয়। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গ করে বিভিন্ন সময়ে সশস্ত্র কার্যক্রম অব্যাহত রাখার অভিযোগ এনেছে শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিটি। শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিটির আহ্বায়ক ও বান্দরবান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্য শৈ হ্লা বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, সম্প্রতি ব্যাংক ডাকাতি এবং ত্রাস সৃষ্টির ঘটনায় কেএনএফ-এর সাথে সংলাপ করার সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে। আগামীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিটির পক্ষে সংলাপ চালিয়ে সম্ভব হচ্ছে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) এবং এর সশস্ত্র উইং কুকি-চিন ন্যাশনাল আর্মি (কেএনএ)-এর প্রধান নাথান বম। পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্মরত সামরিক গোয়েন্দারা মনে করেন, নাথান বম বাংলাদেশের সীমান্তের বাইরে অবস্থান করেন। কর্মকর্তাদের ধারণা ভারতের মিজোরামে নাথান বম-এর অবস্থান রয়েছে। শান্তি আলোচনা শুরুর পর থেকে পরিস্থিতি কিছুটা বদলাতে শুরু করেছিল বলে ধারণা পাওয়া যায়। গত বছরের ৫ই নভেম্বর কেএনএফ'র সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিটির প্রথম দফা সরাসরি বৈঠকের সে রকম আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি কুকি-চিন ন্যাশনাল আর্মির ফেসবুক পেইজে ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং নাম দিয়ে একজন লিখেছেন - "সেনাবাহিনীর সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নাই এবং কেএনএফ সেনাবাহিনীকে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক জানাতে চাই যে, কুকি জনগোষ্ঠীর প্রত্যাবাসন কার্যক্রমে আপনাদের সহযোগিতার কথা আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। তবে আমাদের জনগোষ্ঠীর সাথে সকল নাগরিক সুবিধা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আপনাদের উদারতা দেখানোর আহ্বান জানাই।"

কেএনএফ সাথে আলোচনায় সময় কিছু অগ্রগতি হয়েছিল বলে জানান মনিরুল ইসলাম মনু। এর অংশ হিসেবে সরকারের তরফ থেকে নানা ধরনের বিধিনিষেধ শিথিল করা হয়। কিন্তু ব্যাংক ডাকাতির ঘটনায় শান্তির চেষ্টা বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিটির সদস্যদের কেউ কেউ মনে করছেন সরকারের শিথিলতার সুযোগ নিয়ে কেএনএফ এই কাজ করে থাকতে পারে। কেএনএফ-এর বিভিন্ন ফেসবুক পোস্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায়, পাহাড়ে অন্যান্য সংগঠনের সাথে তাদের চরম বিরোধ রয়েছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা ইউপিডিএফকে উদ্দেশ করে বিভিন্ন সময় তারা নানা পোস্ট দিয়েছে। এসব পোস্টের মাধ্যমে জেএসএস এবং ইউপিডিএফ-কে নানা সতর্কবার্তা দিয়েছে কেএনএফ। কেএনএফ এখনো পর্যন্ত এই ঘটনার দায় স্বীকার করেনি। এই ঘটনার বিষয়ে কেএনএফের দিক থেকে কোন বক্তব্যও পাওয়া যায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেনাবাহিনীরে ঊর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তা বলছেন, সশস্ত্র সংগঠন কেএনফ শুধু টাকার জন্য ব্যাংক ডাকাতি করেনি বলে তারা মনে করেন। তিনি মনে করেন, এই ঘটনার মাধ্যমে কেএনএফ তাদের শক্তির পরিচয় দিতে চেয়েছে। কেএনএফ দেখাতে চেয়েছে যে নিরাপত্তা বাহিনীকে পাশ কাটিয়ে জনসমক্ষে এসে ত্রাস সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাদের রয়েছে। নিজেদের সশস্ত্র অবস্থান জানান দিয়ে কেএনএফ আলোচনায় তাদের অবস্থান শক্ত করতে চেয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তারা মনে করছেন, কেএনএফ এমন একটি ঘটনার মাধ্যমে দেশজুড়ে আলোচনায় আসতে চেয়েছে। সেনা কর্মকর্তারা বলছেন, যে কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনকে মোকাবেলার জন্য একদিকে যখন অভিযান অব্যাহত থাকে অন্যদিকে আলোচনাও চলমান থাকে। সেজন্যই কেএনএফ-এর সাথে আলোচনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু ঘটনার পর শিথিলতা দেখানোর সুযোগ কেএনএফ নষ্ট করেছে বলে তারা মনে করেন। তবে আলোচনার সুযোগ পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে বলে তারা মনে করেন না। কর্মকর্তারা বলছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিরাপত্তা বাহিনী কেএনএফের বিরুদ্ধে তাদের জোরালো ভূমিকা অব্যাহত রাখবে। তবে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ কেএনএফের পক্ষ থেকেও এসেছে। কুকি-চিন ন্যাশনাল আর্মির ফেসবুক পেইজে গত ১২ই মার্চ একটি পোস্ট দেয়া হয়েছিল। সেখানে অভিযোগ করা হয় যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী চুক্তি ভঙ্গ করে বম সম্প্রদায়ের দুজনকে আটক করেছে। সেই পোস্টের মাধ্যমে কেএনএফ সতর্ক করে লিখেছিল – তার ফল খুব সুন্দরভাবে ফিডব্যাক দেওয়া হবে। (বিবিসি ওয়েব পেজ:০৪.০৪.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন কমে যাওয়ায় বাড়ছে লোডশেডিং

উৎপাদন কমে যাওয়ায় বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে শুরু হয়েছে লোডশেডিং। শহরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে পরিস্থিতি আরও খারাপ। কারণ জনরোষ এড়াতে রাজধানী ঢাকাসহ বড় শহরগুলোতে সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার দিকে বেশি মনোনিবেশ করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি, বাংলাদেশের (পিজিসিবি) অফিসিয়াল পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মূলত মার্চের শেষ সপ্তাহে দেশে গ্রীষ্ম শুরুর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতি অবনতি হতে থাকে। শীতের পর দেশে প্রথম বড় ধরনের লোডশেডিং হয় ২৫ মার্চ। সেদিন মধ্যরাতে প্রায় ২০০ মেগাওয়াট লোডশেডিং করতে হয়। এরপর ১ এপ্রিল রাত ২টায় লোডশেডিং ৮৫০ মেগাওয়াট অতিক্রম করে। পিজিসিবির তথ্যে দেখা যায়, ২ এপ্রিল বিকেল ৫টায় সর্বোচ্চ ১ হাজার ৬৭৮ মেগাওয়াট লোডশেডিং রেকর্ড করা হয়েছে। এ সময় ১৩ হাজার ৭০০ মেগাওয়াট চাহিদার বিপরীতে ১১ হাজার ৯৭৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। ২০২৩ সালের ৩০ জুলাই বাংলাদেশে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছিল ১৫ হাজার ১০৪ মেগাওয়াট আর বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ১৭ হাজার মেগাওয়াটের বেশি। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৫ হাজার মেগাওয়াট অতিক্রম করলেও বিদ্যুৎ সরবরাহে ৩ থেকে ৪ হাজার মেগাওয়াট ঘাটতি থাকে। মূলত পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহে সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশে সবসময় ২৫০০ থেকে ৩০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার উৎপাদন ইউনিট অলস রাখতে হয়। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ইউএনবিকে জানান, গ্রীষ্মের শুরু থেকে অর্থাৎ এপ্রিলের প্রথম দিন থেকে, দেশের বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। তিনি বলেন, "দেশে এখন প্রতিদিন ১২০০ থেকে ১৬৫০ মেগাওয়াট লোডশেডিং হচ্ছে।" বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তারা পূর্বাভাস দিয়েছেন, এই গ্রীষ্মে দেশের চাহিদা ১৮ হাজার মেগাওয়াট ছাড়িয়ে যেতে পারে এবং গ্যাস সরবরাহ না বাড়ালে ২০২৩ সালের মতো লোডশেডিং পরিস্থিতি বিরাজ করতে পারে। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, বৃহস্পতিবার (৪ এপ্রিল) সকাল ১০টা পর্যন্ত দেশে ৭১৭ মেগাওয়াট লোডশেডিং হয়েছে। সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে লোডশেডিংয়ের পরিমাণ বাড়তে পারে আশঙ্কা করছেন বিপিডিবি কর্মকর্তারা। এদিকে গ্যাস সরবরাহে সীমাবদ্ধতার বিষয়ে পেট্রোবাংলার কর্মকর্তারা জানান, সামিট গ্রুপের এলএনজি টার্মিনাল উৎপাদন শুরু করতে ব্যর্থ হওয়ায় আমদানি করা এলএনজি সরবরাহ বাড়ানো যাচ্ছে না। পেট্রোবাংলার পরিচালক (অপারেশন অ্যান্ড মাইনিং) ইঞ্জিনিয়ার মো. কামরুজ্জামান খান বলেন, "আমরা মনে করি সামিটের এলএনজি টার্মিনাল থেকে গ্যাস সরবরাহ পেতে আরও কয়েক দিন সময় লাগতে পারে।" তিনি আরও জানান, সামিটের এলএনজি টার্মিনাল পুনরায় চালু হলে জাতীয় গ্রিডে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস যুক্ত হবে।পেট্রোবাংলার পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বৃহস্পতিবার ৪ হাজার মিলিয়ন ঘনফুটের (এমএমসিএফডি) বেশি চাহিদার বিপরীতে দেশে গ্যাস সরবরাহ ছিল ২ হাজার ৬৪০ মিলিয়ন ঘনফুট।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ এলিনা)

বান্দরবানে সোনালী ব্যাংকের অপহৃত শাখা ব্যবস্থাপকের মুক্তির জন্য ১৫ লাখ টাকা দাবি কেএনএফের

বান্দরবান জেলায় সোনালী ব্যাংকের রুমা উপজেলা শাখার অপহৃত ব্যবস্থাপক নিজাম উদ্দিনের মুক্তিপণ হিসেবে তাঁর পরিবারের কাছে ১৫ লাখ টাকা দাবি করেছে সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ)। বৃহস্পতিবার (৪ এপ্রিল) কেএনএফের পক্ষ থেকে ফোন পাওয়ার কিছুক্ষণ পর বিষয়টি গণমাধ্যমকে জানান নিজাম উদ্দিনের স্ত্রী বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক নাজমুন নাহার। ২ এপ্রিল (মঙ্গলবার) তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে। সেদিন সোনালী ব্যাংকের রুমা শাখায় ডাকাতির চেষ্টা করে কেএনএফ। তারাবির নামাজের সময় এ ঘটনা ঘটে। কেএনএফের সদস্যরা ব্যাংকের পাহারারত আনসার সদস্যদের কাছ থেকে ১৪টি অস্ত্র লুট করে এবং ব্যাংক প্রাঙ্গণে মসজিদ থেকে ব্যাংক ম্যানেজারকে অপহরণ করে। এ ঘটনার পরদিন বুধবার বান্দরবানের থানচি উপজেলায় সোনালী ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংকের শাখায় ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর থেকে থানচি উপজেলা শাখায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংকের ব্যাংকিং কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। অন্যদিকে রুমা ও রোয়াংছড়ি উপজেলায় কৃষি ব্যাংকের কার্যক্রম স্বাভাবিক থাকলেও সোনালী ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার বান্দরবান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা শান্তি কমিটির সভাপতি ক্য শৈহ্লা মারমা জেলা পরিষদের সম্মেলনকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে অপহৃত ব্যাংক ম্যানেজারকে মুক্তি, লুট হওয়া ১৪টি অস্ত্র ও অর্থ ফেরত দেওয়াসহ সব ধরনের অপরাধমূলক কার্যক্রম বন্ধ না করা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কোনো আলোচনায় বসার কথা নাকচ করে দিয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনে ক্য শৈহ্লা মারমা জানান, কেএনএফ সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সুবিধার্থে ২০২৩ সালের ২৯ মে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর ৩০ জুন স্থানীয় নেতাদের সমন্বয়ে ১৮ সদস্যের শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। পরে জেলায় শান্তি ফেরাতে শান্তি কমিটি ও কেএনএফের মধ্যে একাধিক ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আরও জানান, ২০২৩ সালের ৫ নভেম্বর এবং চলতি বছরের ৫ মার্চ এই গ্রুপের সঙ্গে কয়েকটি ব্যক্তিগত আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তখন দুটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয় এবং কেএনএফ সমস্ত সশস্ত্র কার্যক্রম স্থগিত করার আশ্বাস দিয়েছিল। বান্দরবানে নতুন

সশস্ত্র সংগঠন কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) ২০২২ সালের এপ্রিলে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কেএনএফের ঘোষণা ও বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমের উদ্দেশে দেওয়া বক্তব্য অনুযায়ী, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি জেলার অন্তত ছয়টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছে তারা। এ সময় তারা ফেসবুকে রাঙামাটির বাঘাইছড়ি, বরকল, জুরাছড়ি ও বিলাইছড়ি এবং বান্দরবানের রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি, লামা ও আলীকদম উপজেলাগুলোর সমন্বয়ে পৃথক রাজ্যের দাবি করে। এদিকে কেএনএফ পাহাড়ে তাদের আস্তানায় সমতলের নতুন জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়ার সদস্যদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়েছিল বলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ইতিপূর্বে গণমাধ্যমকে জানিয়েছিল। সেই আস্তানায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ২০২৩ সালে অভিযান চালিয়ে জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়া ও কেএনএফের বেশ কয়েক সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ এলিনা)

জুলাই থেকে মেট্রোরেলে ভ্যাট আরোপ করতে যাচ্ছে এনবিআর, বাড়তি ভাড়া দিতে হবে যাত্রীদের

এ বছরের ১ জুলাই থেকে মেট্রোরেলের টিকিটের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করতে যাচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এতে যাত্রীদের দিতে হবে বাড়তি ভাড়া। ৩০ জুন পর্যন্ত মেট্রোরেলের টিকিটে ভ্যাট মওকুফ করা রয়েছে। এর মেয়াদ বাড়াতে ডিএমটিসিএল অনুরোধ জানালেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অনীহা প্রকাশ করেছে। এ সংক্রান্ত একটি চিঠি ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে পাঠিয়েছেন এনবিআরের ভ্যাট বিভাগের দ্বিতীয় সচিব ব্যারিস্টার মো. বদরুজ্জামান মুন্সি। চিঠিতে বলা হয়, মেট্রোরেলের টিকিটে ভ্যাট অব্যাহতির মেয়াদ শেষ হবে ৩০ জুন। চিঠিতে রাজস্ব বোর্ড জানায়, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে দেশে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলমান। মূলত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মাধ্যমে আদায় করা এসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সরকারকে প্রতিনিয়ত অর্থের যোগান দিতে হয়। চিঠিতে আরও বলা হয়, দেশীয় শিল্পের বিকাশ, আমদানি নির্ভরতা হ্রাস, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ইত্যাদি লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন খাতে কর অব্যাহতি দেওয়া হয়। এ জন্য বিভিন্ন খাত থেকে ধীরে ধীরে কর অব্যাহতি সুবিধা প্রত্যাহার করা হচ্ছে। তবে মুক্তিযোদ্ধা ও তিন ফুট উচ্চতার শিশুরা বিনামূল্যে এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা ১০ থেকে ১৫ শতাংশ ছাড়ে মেট্রোরেলে যাতায়াত করতে পারবেন।(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ এলিনা)

দ্বিপক্ষীয় সফরে ভারত ও চীন যেতে পারেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

এশিয়ার প্রধান দুই অর্থনৈতিক পরাশক্তি ভারত ও চীনের সঙ্গে বড় পরিসরে সম্পৃক্ত হওয়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী তিন মাসের মধ্যে নয়াদিল্লি ও বেইজিংয়ে দ্বিপক্ষীয় সফরে যেতে পারেন। ২০২৩ সালের ৭ জানুয়ারির জাতীয় নির্বাচনে জয় নিশ্চিত করে নতুন সরকার গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফেব্রুয়ারিতে মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগ দিতে জার্মানি সফর করেন। একটি কূটনৈতিক সূত্র বলছে, প্রতিবেশী দেশ ভারতে জুনে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথমে ভারতে দ্বিপক্ষীয় সফর করবেন। ভারতে ৫ বছরের জন্য সরকার নির্বাচনের জন্য ১৯ এপ্রিল থেকে ১ জুনের মধ্যে ৭ ধাপে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গণনা করা হবে ৪ জুন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন জোট ভারতের পার্লামেন্টের নির্বাচনে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ আসনে জয়লাভ করতে পারে বলে এক জরিপে উঠে এসেছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা বলছেন, ৭৩ বছর বয়সী মোদি ২০১৪ সালে প্রথমবার ক্ষমতায় আসেন এবং পুনরায় নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেছেন, "প্রধানমন্ত্রীর (শেখ হাসিনা) ভারত সফর অবশ্যই হবে। তবে তা হবে ভারতের নির্বাচনের পর।" তিনি বলেন, সফরটি ঠিক কবে হবে তা নিয়ে সরকারি পর্যায়ে এখনো আলোচনা হয়নি। বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ৮ জানুয়ারি পাঠানো অভিনন্দনপত্রে নরেন্দ্র মোদি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টানা চতুর্থ মেয়াদে তাঁর দেশকে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ঐতিহাসিক ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাদের অপরিবর্তনীয় অংশীদারত্বের সব ক্ষেত্রে গভীরতর হতে থাকবে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও বিশ্বস্ত উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃদ্ধিতে সমর্থন অব্যাহত রাখবে ভারত। ওই বার্তায় বাংলাদেশের জনগণের অব্যাহত অগ্রগতি, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। ২০২৩ সালের ৯-১০ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে জি-২০ লিডারস সামিটে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই সময় তাঁর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একটি কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, পুনর্নির্বাচিত হলে মোদি তাঁর শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দক্ষিণ এশিয়া ও বিমসটেকের সদস্য দেশগুলোর সরকার প্রধানদের আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। এদিকে বুধবার (৩ এপ্রিল) বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশে চীনা কোম্পানিগুলোর বৃহত্তর বিনিয়োগ এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারে চীনের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বিশেষ করে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও জনগণ থেকে জনগণে যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নয়নের সম্ভাবনা তুলে ধরেন। পাশাপাশি জুলাইয়ে প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন চীন সফর এই বিষয়গুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আলোচনায় রাষ্ট্রদূত ইয়াও জনগণ থেকে জনগণে আদান-প্রদান জোরদারে এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান সম্পৃক্ততাকে সহায়তার গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

চীনের একটি কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, এই সহায়তার লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়ন এবং 'স্মার্ট বাংলাদেশ' অর্জনের অভিযাত্রাকে ত্বরান্বিত করা। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ এলিনা)

আশা করি পশ্চিমা দেশগুলো ইসরাইলে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করবে : হাছান মাহমুদ

যারা নিরীহ মানুষ হত্যার জন্য ইসরাইলকে অস্ত্র সরবরাহ করে, তারা তাদের ভুল বুঝতে পারবে এবং অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করবে বলে প্রত্যাশা করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। গাজায় ত্রাণকর্মীদের ওপর ইসরাইলি বিমান হামলায় তিন ব্রিটিশ নাগরিক নিহত হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "আমরা আশা করি পশ্চিমা বিশ্ব বুঝতে পারবে এবং ইসরাইলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ফিলিস্তিনিদের পাশে ছিলাম, আছি ও থাকব।" হাছান মাহমুদ বলেন, পশ্চিমা দেশগুলোর সরবরাহ করা অস্ত্র দিয়ে গাজায় নিষ্পাপ শিশু ও নারীসহ বেসামরিক মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। হাছান মাহমুদ বলেন, "এমনকি ত্রাণকর্মীদেরও হত্যা করা হচ্ছে। এটা কল্পনার বাইরের ঘটনা। আমরা আশা করছি ইসরাইলে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে।" তিনি বলেন, গাজায় ইসরাইলি বাহিনীর নৃশংসতা ও হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে। তারা জাতিসংঘের প্রস্তাবটিও বিবেচনায় নিচ্ছে না। উল্লেখ্য, দাতব্য সংস্থা ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল কিচেনের মাধ্যমে গাজার অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনের কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়ার সময় ইসরাইলি বিমান হামলায় সাতজন ত্রাণকর্মী নিহত হয়েছেন। নিহতদের বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনেরা শোক করছেন। নিহতদের মধ্যে তিনজন ব্রিটিশ, একজন অস্ট্রেলিয়ান, একজন পোল্যান্ড, একজন আমেরিকান-কানাডিয়ান ও একজন ফিলিস্তিনি নাগরিক রয়েছেন। নিহতদের কেউ কেউ যুদ্ধ, ভূমিকম্প ও দাবানলের পরবর্তী ত্রাণ তৎপরতায় অংশ নিয়ে বিশ্ব ভ্রমণ করেছিলেন।

এদিকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসকে চিঠি দিয়েছেন। চিঠিতে সব আন্তর্জাতিক ফোরাম ও এর বাইরে অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের পূর্ণ সদস্যপদ লাভের জন্য তাঁর প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন তিনি। চিঠিতে শেখ হাসিনা বলেন, "আমি দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধবিরতির জন্য আমাদের আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করছি এবং বেসামরিক জীবন ও অবকাঠামো রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানাচ্ছি।" ন্যায়বিচার, শান্তি ও সম্প্রীতি সমুন্নত রাখা ইসলাম ও সব ধর্মের মূল শিক্ষা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, তারা এটিকে সব সংঘাত ও দুর্ভোগের প্রতিষেধক বলে বিবেচনা করেন। তিনি ২০২৩ সালের ৮ অক্টোবর থেকে গাজা ও পশ্চিম তীরে ইসরাইলের লাগামহীন গণহত্যায় শিশু, নারী ও পুরুষসহ নিরীহ মানুষের মর্মান্তিক প্রাণহানির জন্য ফিলিস্তিনের সরকার ও ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান। শেখ হাসিনা বলেন, "১৯ মার্চ আপনার দূত এবং ফাতাহ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে আমাকে লেখা আপনার চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করছি। গাজায় ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীর যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সম্পর্কে আমি জানি এবং এ নিয়ে আপনার গভীর উদ্বেগকে সমর্থন করছি।" চিঠিতে বলা হয়, এই পরিকল্পনা ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকারকে অবমাননা এবং আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তির লঙ্ঘন। চিঠিতে শেখ হাসিনা বলেন, "এটা হতাশাজনক যে পরিকল্পনাটি এই দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের কোনো বাস্তব পথ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং এর লক্ষ্য গাজায় ফিলিস্তিনিদের বৈধ জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে দমন করা এবং ভূমির ওপর ইসরাইলি নিয়ন্ত্রণ চিরস্থায়ী করা।" এমন প্রেক্ষাপটে তিনি বাংলাদেশের দৃঢ় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, "গাজার যেকোনো অংশ দখলে ইসরাইলের যেকোনো পরিকল্পনার বিরোধিতা করছি আমরা।" চিঠিতে বলা হয়েছে, গাজাবাসীদের তাদের নিজস্ব ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করা হবে না, গাজার ভূখণ্ড হ্রাস করা হবে না, ইউএনআরডব্লিউএর ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের ক্ষমতার ওপর কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে না এবং ইসরাইলের পাশাপাশি ফিলিস্তিনিদের একটি পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করা হবে না। তিনি বলেন, "আমরা মনে করি সামরিক উপায়ে এই সংঘাতের সমাধান নয়। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব এবং আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতের আদেশের ভিত্তিতে চলমান সংকট সমাধানে একটি বিশ্বাসযোগ্য প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের সময় এসেছে, যা কেবল ফিলিস্তিনি ও ইসরাইলিদের পাশাপাশি বসবাসের মাধ্যমে দুই রাষ্ট্রের সমাধানের মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে।" শেখ হাসিনা বলেন, দখলদারত্ব ও গণহত্যার শিকার একটি জাতি হিসেবে বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থেই দখলকৃত ও নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা অনুভব করে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সুতরাং, আমরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ফিলিস্তিনের জনগণের সঙ্গে আমাদের পূর্ণ সংহতি জানাচ্ছি। ইসরাইলি দখলদারত্বের নিন্দা করছি এবং আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিতে একটি ন্যায়সঙ্গত সমাধানের পক্ষে সমর্থন করছি।" তিনি আরও বলেন, "মুসলিম উম্মাহ হিসেবে আমরা পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে ১৯৬৭ সালের সীমান্ত অনুযায়ী স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য আপনার বৈধ আকাঙ্ক্ষার প্রতি আমাদের সমর্থন অব্যাহত রাখব।" (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ এলিনা)

স্মার্ট জেনারেশন তৈরিতে এআই আইন গুরুত্বপূর্ণ : আনিসুল হক

আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে যে স্মার্ট বাংলাদেশ ও স্মার্ট জেনারেশন (প্রজন্ম) তৈরির ঘোষণা দিয়েছেন, তা বাস্তবায়নের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৃহস্পতিবার (৪ এপ্রিল) আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ভবনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আইন, ২০২৪-এর খসড়া তৈরি নিয়ে অংশীজন সভায় তিনি এ কথা বলেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আয়োজনে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধিসহ অন্য স্টেকহোল্ডাররা

সভায় অংশ নেন। সভায় আনিসুল হক বলেন, "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভালো-মন্দ উভয় দিকই রয়েছে। এতে ভীত হওয়ার কিছু নেই। মন্দ দিকগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।" তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের আইন প্রণয়নের একটি কর্মপদ্ধতি আছে। যখনই কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়, তখন এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। অংশীজনদের সঙ্গে কথা বলে তাদের মতামত নেওয়া হয়। তাঁদের মতামত নিয়ে আইন করা হয়। আনিসুল হক বলেন, "এর আগে আইনের একটি খসড়া তৈরি করে অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করা হতো। এখন অংশীজনদের মতামত নিয়ে আমরা খসড়া তৈরি করতে চাই। এরপর আবারও তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে এবং চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের মধ্যে আইনটির চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করা হবে।" আনিসুল হক বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে এ বিষয়ে আইন না করে উপায় নেই। তবে প্রথম পর্যায়ে এ আইনে যথেষ্ট ফ্লেক্সিবিলিটি (নমনীয়তা) থাকতে হবে। শুধু যে বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা দরকার হবে, সেখানে একটু শক্ত হতে হবে। তিনি আরও বলেন, "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আইন ও পলিসির মধ্যে একটি সমন্বয় থাকতে হবে। কারণ পলিসির বাইরে আইন করে লাভ নেই। আবার আইনের বাইরে পলিসি করা অর্থহীন।" সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। তিনি বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ঝুঁকি মোকাবিলা এবং সম্ভাবনা কাজে লাগানোর জন্যই এআই অত্যন্ত প্রয়োজন। এআইয়ের ঝুঁকি কতটুকু তার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, যশোরে শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কটি ২০১৭ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেছিলেন। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে ফেক ফটো প্রচার করা হয়েছে। এভাবে ভয়েস ও ছবি ব্যবহার করে অনেক অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে সাইবার জগতে।

উল্লেখ্য, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নীতিমালার খসড়া তৈরি করেছে। এতে বলা হয়েছে, এআই নিয়ে একটি স্বাধীন সংস্থা গঠন করা হবে। উচ্চপর্যায়ের অংশীজনদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে। সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এআই সেন্টার চালু, সংশ্লিষ্ট খাতে শিক্ষানবিশ প্রোগ্রাম চালু করা এবং এআইভিত্তিক সেবা দিতে গেলে কর্তৃপক্ষের মানসনদ নেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকছে। আইসিটি বিভাগ ১ এপ্রিল সোমবার জাতীয় এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) নীতিমালা ২০২৪–এর খসড়া প্রকাশ করেছে। খসড়ায় বলা হয়েছে, সরকার ২০২০ সালে জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কৌশল প্রণয়ন করে। কিন্তু বর্তমানে বিস্তৃত নীতি গ্রহণের গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার এআই নীতি প্রবর্তন করতে যাচ্ছে। এ নীতিতে এআইয়ের আইনি, নৈতিক ও সামাজিক প্রভাবগুলো মোকাবিলার কথা বলা হয়েছে। এ নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, বাংলাদেশকে এআই উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি গ্রহণে অগ্রগামী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরে সহায়তা করতে এটা করা হচ্ছে।জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নীতি-২০২৪ খসড়া প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ও আর্টিকেল নাইনটিন। তবে এই নীতি প্রণয়নে নাগরিক অধিকার সংস্থা ও অংশীজনকে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানিয়েছে সংগঠন দুটি। বুধবার (৩ এপ্রিল) এক যৌথ বিবৃতিতে সংস্থা দুটির পক্ষ থেকে এই আহ্বান জানানো হয়। যৌথ বিবৃতিতে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের ওপর সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপক বিস্তৃত প্রভাব রয়েছে এমন একটি নীতির খসড়া প্রস্তুত ও পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় আগে নাগরিক অধিকার ও আইনের শাসন নিয়ে কাজ করে এমন কোনো নাগরিক সংস্থাকে যুক্ত না করায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। একইসঙ্গে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নীতির খসড়া নিয়ে ৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত আলোচনায় মানবাধিকার ও সুশাসন নিয়ে কর্মরত সংস্থাগুলোকে উপেক্ষার বিষয়েও হতাশা প্রকাশ করেছে টিআইবি ও আর্টিকেল নাইনটিন। যৌথ বিবৃতিতে সংস্থা দুটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নীতির খসড়াটি মূলত বিভিন্ন দেশের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতাসমূহকে মাথায় রেখে করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সরকারি সেবা, শাসন ও বিচারিক ব্যবস্থা, টেলিযোগাযোগ, ডেটা গভর্ন্যান্স, নজরদারি ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হলেও, এই নীতির ফলে দেশের নাগরিকদের ওপর বহুমুখী প্রভাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনা করা হয়নি। এমনকি, এই খসড়া প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নাগরিক অধিকার নিয়ে কাজ করেন এমন কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি কেবলই উপেক্ষা করা হয়েছে। খসড়ার মূলনীতির অংশ হিসেবে ৩.৬ অনুচ্ছেদে আইনের শাসন ও মানবাধিকার উল্লেখিত হওয়াকে উৎসাহব্যঞ্জক বিবেচনা করে টিআইবি ও আর্টিকেল নাইনটিন উদ্বেগ প্রকাশ করছে যে, নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত প্রাধান্যের ক্ষেত্র, বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইনের শাসন ও মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যা ঝুঁকিপূর্ণ ও অগ্রহণযোগ্য।

অন্যদিকে, জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নীতি ২০২৪ খসড়া অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থাসমূহকে নিয়ে একটি স্বাধীন জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে। এতে জাতীয় এআই উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের কথাও বলা হয়েছে সংস্থায়। কিন্তু এই পরিষদের উপদেষ্টা, চেয়ারম্যানসহ প্রায় সব সদস্যই সরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি। ফলে এই পরিষদের স্বাধীনতা নিয়ে যেমন প্রশ্ন থেকে যায়, একইভাবে মানবাধিকার বা নাগরিকের তথ্যসহ সকল সুরক্ষার বিষয়টি গৌণ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায়, জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নীতি ২০২৪ খসড়া পর্যালোচনা ও নীতি প্রণয়নে একটি সময়াবদ্ধ কর্মকৌশল তৈরি, নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে ও এআই উপদেষ্টা পরিষদ গঠনে বিশেষজ্ঞসহ নাগরিক অধিকার সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানিয়েছে টিআইবি ও আর্টিকেল

নাইনটিন। বিবৃতিতে বলা হয়, হ্যাকিং, স্প্যামিংয়ের পাশাপাশি মিথ্যা বা ভুয়া তথ্য প্রচার, ভুয়া ভিডিও বানানোর মতো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে বা রাষ্ট্রীয় নজরদারিতে এআইয়ের ব্যাপক ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। ফলে তা নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা, গোপনীয়তার বিষয়সমূহের প্রতি হুমকি হয়ে উঠতে পারে। কারণ খসড়া নীতিমালার ৪.২.৬ ধারায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে নজরদারি ব্যবস্থা চালুর কথা বলা হয়েছে। মূলত জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরে এই নজরদারির ব্যবস্থা সৃষ্টির কথা বলা হলেও, তা নাগরিকের তথ্য বিশ্লেষণ ও রাষ্ট্রীয় নজরদারির মাধ্যমে 'পুলিশি রাষ্ট্র' কায়েমের ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। আরও আশঙ্কা এই যে, সরকার একটি নীতির প্রণয়নের মাধ্যমে তার নাগরিকের উপর নজরদারির বিষয়টি স্বীকারও করছে, যা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। নজরদারির প্রবণতা থেকে সরে এসে আইনের শাসন ও মানবাধিকার নিশ্চিতের উপযোগী করার জন্য খসড়াটিকে ঢেলে সাজানোর আহ্বান জানানো হয় বিবৃতিতে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ এলিনা)

বয়কটের ফলে তরমুজের দামে ধস

রমজানের শুরুতে তরমুজের দাম অস্বাভাকি বৃদ্ধি পাওয়ায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পচনশীল এই পণ্যটির বয়কটের ডাক দেন ভোক্তারা। বয়কটের এই ডাকে সাড়া দিয়ে অনেক ক্রেতা তরমুজ কেনা থেকে বিরত থাকেন। এই অবস্থা চলতে থাকায় এক পর্যায়ে তরমুজের বাজারে ক্রেতা সংকট দেখা দেয়। তরমুজের অতি উচ্চমূল্যের কারণে ক্রেতারা পণ্যটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশি দামে তরমুজ না কেনার জন্য প্রচারণা চালাতে থাকে। এই প্রচারণার সাথে শামিল হয় কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)। প্রতিষ্ঠান থেকে সারাদেশে প্রচারণা চালানো হয় "দাম বাড়লে কেনা কমাও"। এ ধরনের নানামুখী প্রচারণা এবং ভোক্তারা পণ্যটি কিনতে নিরুৎসাহিত হওয়ায় , ক্রেতার অভাবে রমজানের প্রথম সপ্তাহের পর থেকেই কমতে শুরু করে তরমুজের দাম। ক্রমান্বয়ে তা কমতে কমতে রমজানের তৃতীয় সপ্তাহে এসে ক্রেতার নাগালের মধ্যে চলে এসেছে। রমজানের শুরুতে যে তরমুজের দাম ৫০০ থেকে ৬০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। বর্তমানে তা কমে ২০০ থেকে ৩০০ টাকায় নেমে এসেছে। কিন্তু, দাম কমলেও তরমুজের সরবরাহ অনুযায়ী পর্যাপ্ত ক্রেতা না পাওয়ায় পচনশীল এই ফলটি কিনে ও চাষাবাদ করে বড় ধরনের লোকসানের কবলে পড়েছেন সব ধরনের বিক্রেতা ও কৃষকেরা। সরেজমিনে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ক্রেতা বিক্রেতা ও আড়তদারের সঙ্গে কথা বলে এ চিত্র পাওয়া গেছে।

এ ব্যাপারে কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) সভাপতি গোলাম রহমান মঙ্গলবার (২ এপ্রিল) ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "এটা একটা কনজুমার প্রতিরোধ। সব ক্ষেত্রে যদি এই ধরনের রেজিস্টেন্স সৃষ্টি হয়, তাহলে কিন্তু অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের একটা শিক্ষা হবে।" সব ক্ষেত্রে যদি এই ধরনের রেজিস্টেন্স সৃষ্টি হয়, তাহলে কিন্তু অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের একটা শিক্ষা হবে। তিনি বলেন, "তরমুজ এমন একটা জিনিস যে এটা না খেলে মানুষ মারা যাবে না। মুনাফালোভী যে সব ব্যবসায়ীরা কারসাজি করে তাদের জন্য এটা একটা ভালো উদাহরণ বলে আমি মনে করি।" ক্যাব এর সহ সভাপতি এস এম নাজের হোসাইন ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তরমুজ নিয়ে যে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়েছে, বাজারে তার একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তারাও রমজানের আগে প্রচারণা চালিয়েছেন --- "দাম বাড়লে কেনা কমাও"। সারাদেশে ক্যাবের পক্ষ থেকে গরুর মাংস ও তরমুজের ক্ষেত্রে এই প্রচারণা চালানো হয়েছে। এতে করে ভোক্তাদের মাঝে যে সচেতনতা এসেছে তাকে তিনি একটা ইতিবাচক দিক বলে মনে করেন। তিনি বলেন, "ভোক্তারা যেহেতু পণ্যটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন,এটা অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের জন্য একটা শিক্ষা হয়েছে। এটা দরকার ছিল।" এই ধরনের সচেতনতা সব ক্ষেত্রেই হওয়া উচিত কিনা জানতে চাইলে, তিনি বলেন, "আমি মনে করি সব ক্ষেত্রেই ভোক্তাদের এই ধরনের সচেতন হওয়া উচিত। বিশেষ করে যখন বিকল্প পণ্য থাকে বা যেটা না হলে মানুষের কোন ক্ষতি হয় না। সেসব ক্ষেত্রে ভোক্তাদের এই ধরনের সচেতনতা এবং না কিনে যে প্রতিরোধ করা হয়েছে, এটা খুবই কার্যকর একটা অস্ত্র।"

এদিকে রাজধানীর বেশ কয়েকটি তরমুজের আড়ত ঘুরে এবং পাইকারের সাথে কথা বলে জানা গেছে, রমজানের শুরুতে প্রতি কেজি তরমুজ ৮০ থেকে ৯০ টাকায় বিক্রি হলেও বর্তমানে তা দাম কমে ৩০ থেকে ৩৫ টাকায় নেমে এসেছে। পাশাপাশি রমজানের শুরুতে কেজিতে বিক্রি হলেও বর্তমানে পিস হিসাবে বিক্রি করা হচ্ছে। তারপরেও বাজারে চাহিদা অনুযায়ী তরমুজের পর্যাপ্ত ক্রেতা মিলছে না। এতে করে চাষি ও সব ধরনের ব্যবসায়ী লোকসানের কবলে পড়েছে। অনেক ব্যবসায়ী মুনাফার আশায় বেশি দামে তরমুজ কিনে কাঙ্ক্ষিত দামে বিক্রি করতে না পারায় তাদের পুঁজি হারিয়ে পথে বসার উপক্রম হয়েছে। বিক্রি না হওয়ায় অনেক তরমুজ পচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে মিরপুর ১ নম্বর শাহআলী মাজার বেষ্টনী প্রকল্প মার্কেটের আড়তদার মো: মনির হোসেন মোল্লা, গত ১ এপ্রিল সোমবার ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "বর্তমানে বাজারে তরমুজের দাম খুবই কম। সরবরাহ বেশি থাকায় এবং ক্রেতা কম থাকায় দাম অনেক কমে গেছে।" রমজানের শুরুতে যে তরমুজ ৪০০ থেকে ৫০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে বর্তমানে সেটা ২০০ থেকে ২৫০ টাকায় নেমে এসেছে। আবার ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা দামের তরমুজ বর্তমানে ১০০ থেকে ১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে রমজানের শুরুতে বেশি দাম থাকলেও বর্তমানে দাম কমার কারণ জানতে চাইলে তিনি ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "রমজানের শুরুতে একশত তরমুজের দাম ৪০ হাজার টাকা হলেও বর্তমানে তা ২৫ হাজার টাকায় নেমে এসেছে। রমজানের শুরুতে যে তরমুজ ৪০০ থেকে ৫০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে বর্তমানে সেটা ২০০ থেকে

২৫০ টাকায় নেমে এসেছে। আবার ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা দামের তরমুজ বর্তমানে ১০০ থেকে ১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।" দাম কমার কারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "রমজানের শুরুতে পটুয়াখালির রাঙ্গাবালি, গলাচিপা এলাকার তরমুজ পাওয়া যেত। বর্তমানে বরগুনা, ভোলা, বরিশালসহ বিভিন্ন এলাকার তরমুজ বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এই কারণে সরবরাহ বেড়ে গেছে, সে তুলনায় ক্রেতা না বাড়ায় দাম কমে গেছে।" সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশি দামে তরমুজ না কিনে না খাওয়ার প্রচারণা শুনেছেন কিনা, জানতে চাইলে মনির হোসেন মোল্লা ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "শুরুতে এই ধারণা তার ছিল না। পরে বুঝতে পেরেছেন মানুষ তরমুজ কম খাওয়ার কারণে দাম কমে গেছে। কিন্তু বর্তমানে যে তরমুজের দাম অর্ধেকে নেমে এসেছে তা নিয়ে কোন প্রচারণা নেই। ফলে অনেকেই দাম কমার বিষয়টি জানতে পারছেন না। ফলে এখনো ক্রেতারা তরমুজ কিনতে উৎসাহ দেখাচ্ছে না।" মনির হোসেন মোল্লা আরও বলেন, "দাম কমার কারণে অনেক কৃষক লোকসানে পড়েছে। অনেক ব্যাপারী বেশি দামে কৃষকের কাছ থেকে আগাম তরমুজ কিনে লোকসানে পড়েছেন। কোনো কোনো ব্যাপারী ৮০ লাখ টাকার তরমুজ কিনে ৫০ লাখ টাকাও বিক্রি করতে পারছেন না।"

পটুয়াখালি জেলার গলাচিপা উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামের বাসিন্দা তরমুজ চাষি খবির হাওলাদার ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "আমি এবার সাড়ে নয় কানি (বিঘা) জমিতে তরমুজ চাষ করেছি। কিন্তু কম দামে তরমুজ বিক্রি করায় আমরা বড় ধরনের লোকসানের কবলে পড়েছি।" আমার ২১ লাখ টাকার মতো লোকসান হবে। অথচ গত বছর আমি সাড়ে সাত কানি জমিতে তরমুজ চাষ করে ৩১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা লাভ হয়েছিলো তিনি দাবি করেন, সাড়ে নয় কানি জমিতে তার মোট খরচ হয়েছে প্রায় ৬৫ লাখ টাকা। এতে করে তার ২১ লাখ টাকার মতো লোকসান হবে। তার মতে, লোকসান হওয়ার একমাত্র কারণ বাজার অনেক খারাপ, "চাষি হিসাবে বলবো আবহাওয়া খারাপ, যখন আমরা ঢাকায় মাল পাঠানো শুরু করি তখন এক সপ্তাহ ঢাকায় আবহাওয়া খারাপ থাকায়, বৃষ্টি থাকায় এবং ক্রেতা না থাকায় তরমুজ বিক্রি হয়নি।" তিনি বলেন, "এবার মৌসুমের শুরুতে প্রথম সপ্তাহ ৮ থেকে ১৪ কেজি ওজনের একশত তরমুজ ৩৫ থেকে ৪৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি করেছি। কিন্তু বর্তমানে তা কমে ৯ থেকে ১০ হাজার টাকায় নেমে এসেছে। এই কারণেই আমার ২১ লাখ টাকার মতো লোকসান হবে। অথচ গত বছর আমি সাড়ে সাত কানি জমিতে তরমুজ চাষ করে ৩১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা লাভ হয়েছিলো। ফলে এবার আরও বেশি জমিতে তরমুজ চাষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।"

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের ইকবাল রোডের বাসিন্দা আফরিন সুলতানা মীম ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "এইদেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমি মনে করি, যেকোনো খাদ্য দ্রব্যের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেলে, আমাদের কিছুদিন ওই খাবারটি ক্রয় করা থেকে বিরত থাকা উচিত। আমাদের মতো সচেতন ক্রেতারা যদি অল্প কিছুদিনের জন্য সেই খাবার ক্রয় থেকে বিরত থাকি তাহলে সেটাই হবে অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে একটা নীরব প্রতিবাদ। তরমুজের ক্ষেত্রে এই দেশের সচেতন নাগরিকরা তাই করেছে। তাই দাম বৃদ্ধির পর আমি নিজেও তরমুজ ক্রয় করিনি এবং অন্যদেরকেও তরমুজ ক্রয়ে নিরুৎসাহিত করেছি। এতে করে বর্তমানে তরমুজের দাম হাতের নাগালে চলে এসেছে। আমরা এটাই চেয়েছিলাম।" মিরপুর শেওড়াপাড়ার বাসিন্দা মো: আবদুল খালেক ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "রমজানের শুরুতে তরমুজের দাম দ্বিগুণ ছিল। তরমুজও ছিল অপরিপক্ব। তখন তরমুজ কেনা হয়নি। কিন্তু গতকাল রোববার ৩১ মার্চ ২৫০ টাকায় একটা তরমুজ কিনে, বাসা নিয়ে দেখি অতিরিক্ত পাকা হওয়ায় নষ্ট। ফলে আজ আবার একটা তরমুজ কিনলাম ২০০ টাকা দিয়ে, বর্তমানে দাম অনেক সহনীয়।"

বর্তমানে সেই তরমুজ ২০০ থেকে ২৫০ কিংবা ৩০০ টাকায় বিক্রি করছি। তারপরেও ক্রেতা পাচ্ছি না। মতিঝিল এজিবি কলোনি কাঁচা বাজারের খুচরা তরমুজ বিক্রেতা মো: লাল মিয়া ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "গত ২/৩ বছর ধরে মৌসুমি ফল হিসাবে তরমুজ বিক্রি করি। কিন্তু তরমুজ ব্যবসা কখনো এতো মন্দা হয়নি। রমজানের শুরুতে প্রতিটি বড় সাইজের তরমুজ ৪০০ থেকে ৫০০ টাকায় কিনে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকায় বিক্রি করেছি। বর্তমানে সেই তরমুজ ২০০ থেকে ২৫০ কিংবা ৩০০ টাকায় বিক্রি করছি। তারপরেও ক্রেতা পাচ্ছি না। অনেক তরমুজ, বেশি পেকে যাওয়ায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ফলে লোকসানে পড়তে হচ্ছে। "(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ এলিনা)

জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য কাজ করতে জনপ্রতিনিধিদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জনপ্রতিনিধিদের সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে জনগণের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, “কোনোভাবেই জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস হারাবেন না। জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য কাজ করুন।” বৃহস্পতিবার (৪ এপ্রিল) তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শাপলা হলে দুই সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র ও পাঁচ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলরদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার দেশের প্রতিটি এলাকার উন্নয়ন করেছে এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে তৃণমূল জনগণ। শেখ হাসিনা বলেন, “প্রতিটি গ্রাম একেকটি জনপদে রূপান্তরিত হবে। এরই মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসেছে, যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।” তিনি জনপ্রতিনিধিদের প্রতি জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে বর্তমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে কাজ করার আহ্বান জানান। বাংলাদেশ ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণ লাভ করবে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, “এ প্রেক্ষাপটে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বর্তমান ধারা অব্যাহত রাখতে আপনাদেরকে আন্তরিকতার সঙ্গে

জনগণের পাশে দাঁড়ানো, তাদের সেবা করার দায়িত্ব পালন করতে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।" এর আগে প্রধানমন্ত্রী কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের প্রথম নারী মেয়র তাহসিন বাহার সূচনা এবং ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র ইকরামুল হক টিটুকে শপথ বাক্য পাঠ করান। একই অনুষ্ঠানে তিনি কুড়িগ্রাম, ঠাকুরগাঁও, সিরাজগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানদের শপথবাক্য পাঠ করান। পাঁচ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানরা হলেন- কুড়িগ্রামের আ ন ম ওবায়দুর রহমান, ঠাকুরগাঁওয়ের আব্দুল মজিদ, সিরাজগঞ্জের শামীম তালুকদার, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিল্লাল মিয়া ও হবিগঞ্জের আলেয়া আক্তার। পরে একই স্থানে শপথ নেন ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের সাধারণ ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত ৪৪ জন কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের নারী কাউন্সিলররা। কাউন্সিলরদের শপথ বাক্য পাঠ করান স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম। শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মুহাম্মদ ইব্রাহিম। কুমিল্লা-৬ আসনের সংসদ সদস্য আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহারের মেয়ে তাহসিন বাহার সূচনা জয়ী হওয়ায় প্রথম নারী মেয়র পেয়েছে কুমিল্লা সিটি করপোরেশন। ৯ মার্চ সিটি করপোরেশনের উপনির্বাচনে জয়ী হন তিনি। ওই দিনই ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র নির্বাচিত হন একরামুল হক টিটু। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ এলিনা)

বাগেরহাটের রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে ডাকাতির চেষ্টা, ৫ নিরাপত্তাকর্মী আহত

বাগেরহাটের রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে অস্ত্রধারী ডাকাত দল হামলা চালিয়েছে। হামলায় ২ জন আনসার সদস্যসহ বিদ্যুৎকেন্দ্রের ৫ জন নিরাপত্তাকর্মী আহত হয়েছেন। বুধবার (৩ এপ্রিল) রাত সাড়ে ১১টার দিকে ৫০ থেকে ৬০ জনের দেশীয় অস্ত্রধারী একদল ডাকাত ওই হামলা চালায়। আহতদের মধ্যে ২ জনকে খুলনা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং অপর ৩ জনকে রামপাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের উপমহাব্যবস্থাপক আনোয়ারুল আজিম জানান, ৫০ থেকে ৬০ জনের একদল ডাকাত দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রের ডি ব্লকে যেখানে যন্ত্রাংশ থাকে সেখানে প্রবেশের চেষ্টা করে। এ সময় গেটে থাকা আনসার সদস্যরা বাধা দিলে ডাকাত দল তাদের ওপর হামলা চালায়। তিনি আরও জানান, আনসার সদস্যদের ডাকাডাকি ও চিৎকারে বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিজস্ব নিরাপত্তাকর্মীরা ছুটে আসে। ডাকাত দল তাদের ওপরেও হামলা চালায়। ডাকাতদের হামলায় ২ জন আনসার সদস্যসহ ৫ জন নিরাপত্তাকর্মী আহত হয়। আনোয়ারুল আজিম বলেন, "ডাকাত দল বিদ্যুৎকেন্দ্রের যন্ত্রাংশ ডাকাতি করার জন্য ডি ব্লকে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিল। ঘটনার পর তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।" রামপাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোমেন দাশ বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের ধরতে রাত থেকে পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালাচ্ছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। খুলনা এবং রামপালে আহতদের চিকিৎসা চলছে। তিনি আরও বলেন, অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন কয়েকজনকে ধরে এনে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রটির পরিচালন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড (বিআইএফপিসিএল)। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ এলিনা)

বেনজীর আহমেদ : সাবেক আইজিপির বিরুদ্ধে অস্বাভাবিক সম্পদের অভিযোগ, দুদক নীরব

বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদ ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে বিপুল পরিমাণে অস্বাভাবিক সম্পদ অর্জনের অভিযোগ এনে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ঢাকার একটি দৈনিক পত্রিকা। এতে বলা হয়েছে, তার আয়ের সঙ্গে এসব সম্পদের অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। চাকরিতে থাকাকালে বেনজীর আহমেদ ক্ষমতার অপব্যবহার করে সম্পদ অর্জন করেছেন বলে ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়। বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জনের যে অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) তদন্ত করার দাবি জানিয়েছে বিশিষ্টজনরা। দুর্নীতি বিরোধী সংস্থা টিআইবি ও পুলিশের সাবেক শীর্ষকর্তারা ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলছেন, অবিলম্বে বেনজীর আহমেদের সম্পদের উৎস অনুসন্ধান করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) উদ্যোগ নিতে হবে। তারা বলছেন, সরকারির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তা অসুন্ধান করা দুদকের এখতিয়ার। কেউ অভিযোগ দেবে তার অপেক্ষা না করে দুদককে স্বপ্রণোদিত হয়ে তদন্ত করা শুরু করা উচিত। তদন্তে সত্যতা নিশ্চিত হলে তাকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। কিন্তু বেনজীর আহমেদ ইস্যুতে এখন পর্যন্ত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে দুদক।বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চাকরি করে এতো বিপুল পরিমাণের সম্পদের মালিক হওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। রিপোর্টে দেওয়া সম্পদের তথ্য সঠিক হলে, এখানে অবশ্যই দুর্নীতি হয়েছে। তথ্য সঠিক হলে তাকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি দিতে হবে। তা করতে না পারলে সমাজে বার্তা এ ধরনের যাবে, ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত থাকলে দুর্নীতি করলেও কোনও শাস্তি হয় না। এতে দুর্নীতি আরও বেড়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা বলছেন, বর্তমান সরকারের আমলে সরকারি কর্মকর্তারা দুর্নীতি করে সম্পদের পাহাড় গড়ছে তার প্রমাণ বেনজীর আহমেদের সম্পদের ওপর করা এই রিপোর্ট । কিন্তু দুর্নীতির আসল চিত্র যেন বেরিয়ে না আসে, তার জন্য সরকারি কর্মচারীদের সম্পদ বিবরণ জমা দেওয়ার (আচরণ) বিধিমালা সংশোধন করছে সরকার।

সংবাদপত্রে সাবেক আইজিপির বেনজীর আহমেদ ও তার পরিবারের সদস্যদের সম্পদের যে খতিয়ান প্রকাশিত হয়েছে, সেটা তার জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে খুবই অস্বাভাবিক বলে মনে করছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি)

নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান। ইফতেখারুজ্জামান ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "ক্ষমতার অপব্যবহার করে সম্পদ আহরণ বাংলাদেশে এখন স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে । এই যে সাবেক আইজিপির বিশাল সম্পদের খতিয়ান প্রকাশিত হয়েছে, তা হতবাক করার বিষয়।" "রিপোর্টে সম্পদের যেসব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে সেটিকে নির্ভরযোগ্য বলতে হবে।" তাদের কাছে (পত্রিকার) লিখিত প্রমাণ আছে বলেও মনে করেন তিনি। ইফতেখারুজ্জামান আরও বলেন, "আমাদের জানা মতে দুদক চাইলে স্বপ্রণোদিত হয়ে যেটুকু তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তা নিয়ে পদক্ষেপ নিতে পারে। অনুসন্ধান ও তদন্ত শুরু করতে পারে। এখন এটা কেন তারা করছে না, তা দুদকে (আপনারও) প্রশ্ন করা উচিত। তারা উত্তর দেবে, আমাদের কাছে অভিযোগ আসলে করব। কিন্তু কেউ অভিযোগ করতে হবে, এমন বাধ্যবাধকতা নাই।" এই ধরনের পরিস্থিতিতে দুদক কেন স্বপ্রণোদিত হয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না এ নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায় বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সেটা কি ব্যক্তির পরিচয় ও অবস্থানের কারণে, নাকি অন্য কোনও কারণে, এটা তার ঠিক বোধগম্য নয়। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, "একজন সাবেক সরকারির কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিশাল ধরনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পদ আহরণের অভিযোগ উঠেছে । যা তার আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য না হওয়ার সম্ভবনা বেশ প্রকট। গণমাধ্যমে যেটুকু তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তাতে মানুষের মধ্যে প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছে দুদক পদপেক্ষ গ্রহণ করবে। এটা যেহেতু তাদের এখতিয়ার। কাজেই এই ক্ষেত্রে দুদক যদি সক্রিয়তা না দেখায়, তাহলে প্রশ্ন তাকে তারা কি দায়িত্ব পালন করতে পারছে? এতে দুদককে নিয়ে মানুষের প্রত্যাশা পূরণের চাইতে বরং দুদকের ওপর জনগণের আস্থার সংকট আরও বেশি ঘনীভূত হবে।" এখন রাষ্ট্রের করণীয় হলো- কেউ যে বিচারের উর্ধ্বে নয় তা প্রমাণ করা'- বলে উল্লেখ করেন ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, আইনগত প্রাতিষ্ঠানিক যে সক্ষমতা আছে তার যথাযথ প্রয়োগ করে দুর্নীতি দমন কমিশন অন্যান্য দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হচ্ছে তাকে জবাবহিদির জায়গায় নিয়ে আসা। টিআইবির নির্বাহী প্রধান বলেন, "খুব সরল একটা বিষয় হচ্ছে, ব্যক্তি যেই হোক না কেন, তার একটা বৈধ আয় আছে। বেনজীর আহমেদ সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তার সম্ভাব্য যে বৈধ আয় হতে পারে, তার তুলনায় সম্পদের বিবরণী সম্পূর্ণভাবে অসামঞ্জস্য এটা খুবই পরিষ্কার। কাজেই এই অসামঞ্জস্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়, যে সম্পদের মালিকানা তিনি এবং তার পরিবারের নামে অর্জিত হয়েছে, সেটা যদি বৈধ আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য না হয় তাদেরকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।" শাস্তির আওতায় আনতে না পারলে সমাজে দুর্নীতি বাড়তে থাকবে উল্লেখ করে তিনি। "কোনও না কোনভাবে ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারলে বা ক্ষমতার সঙ্গে ছিলাম বলে আমি ধরাছোঁয়ার বাইরে। মন যা চায় তা করতে পারবো, রাষ্ট্র আমাকে বাধা দেবে না বরং সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে এবং সুরক্ষা দেবে- এই রকম একটি বার্তা সমাজে ছড়িয়ে পরবে যাতে দুর্নীতি আরও বাড়বে " বলে মত তার। ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলেছিলো যে, কোনও ব্যক্তি যদি অবৈধ প্রক্রিয়ায় সম্পদ আহরণ করে বা মালিক হন তাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "আমাদের দেশের আইনের সঙ্গেও এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। আইনের শাসন ও তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকারকে ফাঁকাবুলিতে রূপান্তরিত করার সুযোগ না দিয়ে সরকারের ওপর অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছে, ব্যক্তির পরিচয় বা অবস্থানের উর্ধ্বে থেকে বিচারের আওতায় আনার ব্যবস্থা করা।"

চাকরির আয় দিয়ে এতো সম্পদের মালিক হওয়া একেবারে অসম্ভব বলে মনে করেন পুলিশের সাবেক আইজিপি নূর মোহাম্মদ। ভয়েস অফ আমেরিকাকে তিনি বলেন, "বেনজির আহমেদ অনেক বছর চাকরি করেছে। কিন্তু এখানে সম্পদের যে বিবরণ দেখেছি তাতে যে কোনও মানুষ দেখলেই মনে হবে- চাকরি করে একজন মানুষ কীভাবে এতো টাকার মালিক হয়? এখানে অন্য কিছু আছে।" "দুর্নীতির বিষয়টি থাকতে পারে। তার যে বেতন সেটা দিয়ে এতো সম্পতি কীভাবে? এটা তো আপনার থাকা-খাওয়ায় চলে যায়। বেতন দিয়ে এই সম্পদ করা একেবারেই অসম্ভব। সেইক্ষেত্রে বাবা কিংবা শ্বশুরের সম্পত্তি থাকা লাগবে"- উল্লেখ করেন সাবেক এই পুলিশ প্রধান। তিনি বলেন, "১ লাখ টাকা বেতন পেলে ঢাকা শহরে চলতে-ফিরতে সমস্যা হয়ে যায় যদি আয়ের অন্য কোনও পন্থা না থাকে। আমি তো ৩০-৩২ বছর চাকরি করেছি। অবসরে যাওয়ার পর ১ থেকে দেড় কোটি টাকা পাওয়া যায়, সেটাও থাকে না। এটা দিয়ে এতো কিছু করা সম্ভব না।" আইনের দৃষ্টিতে দুদক, তদন্তকারী সংস্থা যদি মনে করে বেনজির আহমদের সম্পদে নিয়ে বড় রকমের অসঙ্গিত আছে, তাদের উচিত তদন্ত করা। তাদের অবস্থান থেকে দুদক ব্যবস্থা নিতে পারে বলেও উল্লেখ করেন সাবেক আইজিপি নূর মোহাম্মদ। নূর মোহাম্মদ বলেন, "কয়েক বছর আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখেছি, বেনজির আহমেদ কিশোরগঞ্জের টেক্সটাইলের জন্য জেলার সর্বোচ্চ করদাতা হিসেবে তাকে দেখানো হয়েছে। এটা তাকে জিজ্ঞাসা করে রিপোর্টটি করলে আরও ভালো হতো যে, আপনার ট্যাক্স ফাইলে এইগুলো আছে কিনা। যে বাড়ি-ঘর, প্লট-ফ্ল্যাট, রিসোর্টের কথা বলা আছে, সেইগুলো ট্যাক্স ফাইলে আছে কিনা। যদি এখানে না থাকে, তাহলে এটাকে অসঙ্গতি ধরতে পারবেন।" এখন আইনের দৃষ্টিতে দুদক, এনবিআর যদি মনে করে এখানে অনেক বড় আকারের অসঙ্গতি আছে, তাদের অবস্থান থেকে ব্যবস্থা নিতে পারে বলেও উল্লেখ করেন নূর মোহাম্মদ।

সিনিয়র সাংবাদিক সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "কালের কণ্ঠসহ যেসব পত্রিকায় রিপোর্ট করেছে, সেখানে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে। এটা এক কথায় বলতে গেলে অচিন্তনীয়, মানুষের এতো সম্পদ হতে পারে চাকরিজী বনে!" তিনি বলেন, "স্বাভাবিক নিয়মে যে বেতন ও সুযোগ-সুবিধা তিনি পেয়েছেন, অবসরের পরে যা

পেয়েছেন, সবকিছু মিলিয়ে ২ থেকে ৪ কোটি টাকার সম্পদ হলেও হতে পারে। কিন্তু আমরা অস্বাভাবিক একটা বৃদ্ধি দেখেছি। এখানে যা স্বাভাবিক তা থেকে শত হাজার গুণ বেশি সম্পদের বিবরণ আমরা দেখতে পেয়েছি।" সাবেক একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বিরুদ্ধে দুর্নীতির সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তারপরও দুদক কেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কোনও চিন্তা-ভাবনা করছে না, এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সাংবাদিক সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা। তিনি বলেন, "এতে প্রমাণিত হবে দুদক ছোট-ছোট ব্যক্তিদের পেছনে লাগে, বড় ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের সুবিধা দিয়ে থাকে। এই রকম একটা ধারণা জণমনে আছে, সেটা আরও প্রাধান্য পাবে।" কেউ মামলা করুক আর না করুক, দুদকের ক্ষমতা ও আইন আছে তারা নিজে করতে পারে বলে জানিয়ে ইশতিয়াক রেজা বলেন, "দুদকের উচিত তদন্ত করা। তার সম্পদের খোঁজ করা। তার নির্ধারিত গেটওয়ে বহির্ভূত হিসেবে কোনও আয় থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।" ক্ষমতাকে ব্যবহার করে বাংলাদেশে কতকিছু করা যায় বেনজির আহমেদের সম্পদের বিবরণ তার 'নিকৃষ্ট উদাহরণ' বলে দাবি করেন ইশতিয়াক রেজা। তিনি বলেন, "অনেকে এখন দুইভাবে চিন্তা করতে পারে, আমাকে যে করে হোক সরকারি চাকরি করতে হবে এবং পুলিশের চাকরি হলে তো আরও ভালো। মানুষের মধ্যে একটা উদ্দীপক হিসেবে কাজ করছে বেনজির আহমেদের এই সম্পদের বিবরণ। আরেকটা হলো, কিছু হয় না। আমি যে এতো কিছু করলাম তার জন্য কারও কাছে জবাবদিহিতা করতে হবে না।" দেশে দুদকসহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু 'দেখার কেউ নাই' বলে মনে করেন ইশতিয়াক রেজা। তিনি বলেন, "বেনজির আহমেদ কি এতো সম্পদের কর দেন? যদি দেয় তখন কি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জানতে চেয়েছে, এতো টাকা কোথায় পেলেন? কিভাবে উপার্জন করেছেন? পুরো বিষয়টিতে নৈতিকতার জায়গা থেকে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। সরকারকে এই বিষয়ে একটা অবস্থান নেওয়া প্রয়োজন, কারণ তিনি সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন।" ক্ষমতাধর ব্যক্তি ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর কেন রিপোর্ট হয়, আগে কেন হয় না? এ প্রশ্ন করা হলে, এটা 'বাংলাদেশের বাস্তবতা' বলে উল্লেখ করেন সিনিয়র এই সাংবাদিক। তিনি বলেন, দেশের আমলাতন্ত্র, পুলিশসহ বড় কর্মকর্তাদের বিষয়ে রিপোর্ট হয় না। কারণ তারা ক্ষমতাকে ব্যবহার করে। সাংবাদিক তথ্য পেলেও রিপোর্ট করে না। কারণ তখন ক্ষমতাধর মানুষগুলো পত্রিকার মালিককে নানা ধরণের হেনস্তা ও হয়রানি করে। রাজনৈতিকভাবে একটা সমস্যা হলো, সরকার সাংবাদিকদের পাশে দাঁড়ায় না। এই কারণে অনেক সময় করা সম্ভব হয় না।

দুদক এখন পরিপূর্ণভাবে সরকারের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, "তারা যেভাবে চায় সেইভাবে দুদক চলে। আর বেনজীর আহমেদ একজন অত্যন্ত ক্ষমতাধর অফিসার ছিলেন,পরবর্তীতে তিনি বোধহয় আওয়ামী লীগের কোনও একটা দায়িত্বে আছেন। (ফ্যাক্ট চেক --এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি) ফলে, আওয়ামী লীগের উচ্চতর মহল থেকে দুদক যদি কোনও নির্দেশ না পায়, তাহলে তো তারা অনুসন্ধান করবে না। এখন পর্যন্ত তো সেটাই প্রমাণিত হয়ে আসছে।" বেনজির আহমদের অস্বাভাবিক সম্পদ অর্জনের যে চিত্র প্রকাশিত হয়েছে তা বর্তমান সরকারের আমলে 'স্বাভাবিক অবস্থা' বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "এখানে যে হারে দুর্নীতি চলছে, দুর্নীতির পাহাড় গড়ে উঠছে, সরকারী কর্মকর্তা, আমলা সবাই মিলে। এটাই প্রমাণিত হয়েছে এই নিউজটা থেকে। এটা নিঃসন্দেহে বেদনার বিষয়।" পুলিশ কর্মকর্তা ও অন্যান্য সরকারির কর্মকর্তারা অনেকে এই রকম দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত আছেন এবং দুর্বৃত্তায়ন করছে, এটাও প্রমাণিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন বিএনপির মহাসচিব। তিনি বলেন, "এই কথাগুলো আমরা বারবার করে বলছি যে, বাংলাদেশে অনত্যম প্রধান সমস্যা হচ্ছে দুর্নীতি। সেই দুর্নীতিতে সরকারের লোকেরা জড়িত, এটাই বড় সমস্যা।"

বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জনের যে অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধান করা উচিত। তার সত্যতা নিশ্চিত হলে তাকে শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানান সমাজের বিশিষ্টজনরা। কিন্তু এই নিয়ে এখন পর্যন্ত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে সংস্থাটি। বেনজীর আহমেদের অস্বাভাবিক সম্পদের তথ্য সম্পর্কে দুদকের করণীয় প্রসঙ্গে জানতে সংস্থাটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আব্দুল্লাহ ও সচিব খোরশেদা ইয়াসমীন ফোন করে এবং মেসেজ পাঠালেও তারা সাড়া দেননি। পরে ১ এপ্রিল সংস্থাটির রাজধানীর সেগুনবাগিচার প্রধান কার্যালয়ে গিয়ে সাক্ষাৎ চাইলে পরের দিন (২ এপ্রিল) যেতে বলা হয়। কিন্তু ওই দিন (২ এপ্রিল) দুদক চেয়ারম্যান মঈনউদ্দীন আব্দুল্লাহ-এর একান্ত সচিব মো. আল মামুন ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "স্যার বলেছেন এই বিষয়ে কোনও আলোচনা বা সিদ্ধান্ত হয়নি। ফলে, এই নিয়ে তার কোনও বক্তব্য নেই।" আর দুদকের কমিশনার জহুরুল হক বলেন, বিষয়টি আমিও শুনেছি। এখন দেশের বাইরে আছি। দেশে গেলে কমিশনের সভায় এই ব্যাপারে কথা বলবো।

চাকরিরত অবস্থায় সরকারি কর্মকর্তাদের আয়-ব্যয় ও সম্পদের নিয়মিত হিসাব চাওয়া হলেও দুর্নীতি কমবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। কিন্তু এখন সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯ সংশোধন করে সম্পদ বিবরণী জমা দেওয়ার যে বাধ্যবাধকতা সেটি সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হয় না। এখন উল্টো সরকার এই আইন সংশোধনে বাধ্যবাধকতা রহিত করার যে উদ্যোগ নিচ্ছে তাতে অসাধু সরকারি কর্মকর্তারা আরও বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশংকা তৈরি হয়েছে। সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী পাঁচ বছর পরপর সরকারি চাকরিজীবীদের সম্পদের বিবরণী জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সম্প্রতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ওই আইন সংশোধনের প্রস্তাবে বলেছে, ‘যদি প্রয়োজন

হয়', তাহলে কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পদের হিসাব সরাসরি তার কাছ থেকে না নিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কাছে দেওয়া বার্ষিক আয়কর রিটার্ন থেকে নেওয়া যাবে। সম্পদ বিবরণী জমা দেওয়ার বিধি বাতিল হলে অসাধু সরকারি কর্মকর্তারা আরও বেশি করে দুর্নীতি করবেন বলে মনে করেন টিআইবির ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, "সম্পদের বিবরণী জমা দেওয়ার মতো কোনও বিধান না থাকলে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে নির্ভয়ে দুর্নীতি, তার মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের সুযোগ বাড়বে, তা বলাই বাহুল্য।" আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সরকারি কর্মকর্তারা যাতে নির্বিঘ্নে ক্ষমতায় থাকতে পারে, তার জন্য সরকার অত্যন্ত সচেতন ভাবে এই সমস্ত আইনগুলো থেকে তাদেরকে বাইরে রাখতে চেষ্টা করছে বলে দাবি করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, "যাতে দুর্নীতির আসল চিত্রটা না পাওয়া যায়।" সাবেক আইজিপি নূর মোহাম্মদ বলেন, "এটা থাকলে ভালো যে, আমি যে অবস্থায় চাকরিতে যোগদান করেছি, তখন কি পরিমাণ সম্পদ ছিলো। আর কোথায় গিয়ে চাকরি শেষে করেছি, আয় কত হলো, এখন সম্পদ কত, তার পরিষ্কার বিবরণ থাকা দরকার। তাতে কোনও প্রশ্ন থাকবে না। আর দুর্নীতি রোধ করতে হলে মাথা থেকে শুরু করতে হবে। নিচে থেকে ২-৪ টা ধরলে হবে না। বড় জায়গা থেকে ২-৪ জনকে ধরলে দুর্নীতি কমবে।"

বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে যে অস্বাভাবিক সম্পদ অর্জনের অভিযোগ উঠেছে, এই নিয়ে তার বক্তব্য জানতে একাধিকবার ফোন করেও তিনি ধরেন নাই। কথা বলার বিষয়বস্তু উল্লেখ করে মোবাইলে মেসেজ পাঠালোও তার পক্ষ থেকে সাড়া মেলেনি। তবে এই নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পেজে একটি স্ট্যাট্যাস দিয়েছেন বেনজীর আহমেদ। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'দু-একজন অনেক ক্ষিপ্ত, খুবই উত্তেজিত হয়ে এক্ষুনি সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, প্রবন্ধ লিখে ফেলছেন। দয়া করে সামান্য ধৈর্য্য ধরুন। ঘোষণাই তো আছে ''কুৎসার কিসসা আভি ভি বাকি হ্যায়।"

২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান সাত কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ও পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথকভাবে এই নিষেধাজ্ঞা দেয়। এই কর্মকর্তাদের মধ্যে র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক আইজি বেনজীর আহমেদ, র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ পুলিশের বর্তমান আইজি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) খান মোহাম্মদ আজাদ, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) তোফায়েল মোস্তাফা সরোয়ার, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) মো. জাহাঙ্গীর আলম ও সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) মো. আনোয়ার লতিফ খানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথক এক ঘোষণায় বেনজীর আহমেদ এবং র‍্যাব ৭–এর সাবেক অধিনায়ক মিফতাহ উদ্দীন আহমেদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগের প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে সরকারের লড়াইয়ে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত। এতে বলা হয়েছে যে, তারা আইনের শাসন, মানবাধিকারের মর্যাদা ও মৌলিক স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ক্ষুণ্ন করে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থের বিরুদ্ধে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। র‍্যাব হচ্ছে ২০০৪ সালে গঠিত একটি সম্মিলিত টাস্ক ফোর্স। তাদের কাজের মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অপরাধীদের কর্মকান্ড সম্পর্কে গোপন তথ্য সংগ্রহ এবং সরকারের নির্দেশে তদন্ত পরিচালনা করা। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, বাংলাদেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বা এনজিওদের অভিযোগ হচ্ছে যে, র‍্যাব ও বাংলাদেশের অন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ২০০৯ সাল থেকে ৬০০ ব্যক্তির গুম হয়ে যাওয়া এবং ২০১৮ সাল থেকে বিচার বহির্ভূত হত্যা ও নির্যাতনের জন্য দায়ী। কোনো কোনো প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, এই সব ঘটনার শিকার হচ্ছে বিরোধী দলের সদস্য, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীরা। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ এলিনা)

বান্দরবানে সোনালী ব্যাংকের অপহৃত শাখা ব্যবস্থাপককে উদ্ধার করেছে র‍্যাব

বান্দরবানে সোনালী ব্যাংকের রুমা শাখার অপহৃত ব্যবস্থাপক নিজাম উদ্দিনকে উদ্ধার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। বৃহস্পতিবার (৪ এপ্রিল) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে র‍্যাব ও গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআইসহ যৌথ বাহিনীর অভিযানে ব্যাথেল পাড়া এলাকা থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি। বৃহস্পতিবার র‍্যাব সদর দপ্তরের মিডিয়া উইংয়ের এএসপি ইমরান খান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার ব্যাংক ব্যবস্থাপক নিজাম উদ্দিনকে উদ্ধার হয়েছে। রুমা উপজেলা ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা দিদারুল আলম জানান, রুমার সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজার সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন। এর আগে নিজাম উদ্দিনের স্ত্রী নাজমুন নাহার জানিয়েছিলেন, সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) তাঁর পরিবারের কাছে ১৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে। কেএনএফ থেকে ফোন পাওয়ার কিছুক্ষণ পর বিষয়টি গণমাধ্যমকে জানান নাজমুন নাহার। ২ এপ্রিল (মঙ্গলবার) নিজাম উদ্দিনকে অপহরণ করা হয়। সেদিন সোনালী ব্যাংকের রুমা শাখায় ডাকাতির চেষ্টা করে কেএনএফ। তারাবিহর নামাজের সময় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় কেএনএফের সদস্যরা ব্যাংকের পাহারারত আনসার সদস্যদের কাছ থেকে ১৪টি অস্ত্র লুট এবং ব্যাংক প্রাঙ্গণে মসজিদ থেকে ব্যাংক ম্যানেজার নিজাম উদ্দিনকে অপহরণ করে।

বান্দরবানে নতুন সশস্ত্র সংগঠন কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) ২০২২ সালের এপ্রিলে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কেএনএফের ঘোষণা ও বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমের উদ্দেশে দেওয়া বক্তব্য অনুযায়ী, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি জেলার অন্তত ছয়টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছে তারা। এ সময় তারা ফেসবুকে রাঙামাটির বাঘাইছড়ি, বরকল, জুরাছড়ি ও বিলাইছড়ি এবং বান্দরবানের রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি, লামা ও আলীকদম উপজেলাগুলোর সমন্বয়ে পৃথক রাজ্যের দাবি করে। এদিকে কেএনএফ পাহাড়ে তাদের আস্তানায় সমতলের নতুন জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়ার সদস্যদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়েছিল বলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ইতিপূর্বে গণমাধ্যমকে জানিয়েছিল। সেই আস্তানায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ২০২৩ সালে অভিযান চালিয়ে জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়া ও কেএনএফের বেশ কয়েক সদস্যকে গ্রেপ্তার করে।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাবের সাবেক সাত কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ও পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথকভাবে এই নিষেধাজ্ঞা দেয়। এই কর্মকর্তাদের মধ্যে র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক আইজি বেনজীর আহমেদ, র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ পুলিশের বর্তমান আইজি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) খান মোহাম্মদ আজাদ, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) তোফায়েল মোস্তাফা সরোয়ার, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) মো. জাহাঙ্গীর আলম ও সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) মো. আনোয়ার লতিফ খানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর পৃথক এক ঘোষণায় বেনজীর আহমেদ এবং র‍্যাব ৭–এর সাবেক অধিনায়ক মিফতাহ উদ্দীন আহমেদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগের প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে সরকারের লড়াইয়ে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত। এতে বলা হয়েছে যে, তারা আইনের শাসন, মানবাধিকারের মর্যাদা ও মৌলিক স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ক্ষুণ্ণ করে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থের বিরুদ্ধে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। র‍্যাব হচ্ছে ২০০৪ সালে গঠিত একটি সম্মিলিত টাস্ক ফোর্স। তাদের কাজের মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অপরাধীদের কর্মকান্ড সম্পর্কে গোপন তথ্য সংগ্রহ এবং সরকারের নির্দেশে তদন্ত পরিচালনা করা। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বা এনজিওদের অভিযোগ হচ্ছে যে, র‍্যাব ও বাংলাদেশের অন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ২০০৯ সাল থেকে ৬০০ ব্যক্তির গুম হয়ে যাওয়া এবং ২০১৮ সাল থেকে বিচার বহির্ভূত হত্যা ও নির্যাতনের জন্য দায়ী। কোনো কোনো প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, এই সব ঘটনার শিকার হচ্ছে বিরোধী দলের সদস্য, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীরা। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ এলিনা)

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ককে ‘দৃঢ় ও গভীর’ করার কথা পুনর্ব্যক্ত ভারতের

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ককে শক্তিশালী ও গভীর করার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। একইসঙ্গে তিনি দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে দৃঢ় ও বহুমুখী বলে বর্ণনা করেছেন। বৃহস্পতিবার (৪ এপ্রিল) ‘ইন্ডিয়া আউট’ প্রচারণা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এই বিবৃতি দেন। অর্থনীতি, বিনিয়োগ, উন্নয়ন, যোগাযোগ ও জনগণের মধ্যে বিনিময়সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত-বাংলাদেশ অংশীদারত্বের বিস্তৃত পরিসর উল্লেখ করে ভারত-বাংলাদেশের অংশীদারত্বের অনেক ক্ষেত্র তুলে ধরেন মুখপাত্র জয়সওয়াল। তিনি বলেন, “আপনারা যে-কোনো মানবিক প্রচেষ্টার নাম বলুন, তা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্য অংশ।” অংশীদারত্বের গতিশীলতার ওপর আরও জোর দিয়ে জয়সওয়াল বলেন, “এতেই বোঝা যায় যে অংশীদারত্ব কতটা প্রাণবন্ত এবং এটি অব্যাহত থাকবে।” ২০২৩ সালের ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের পর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘ইন্ডিয়া আউট’ নামে ভারত বিরোধী এক ধরনের প্রচারণা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারতের পণ্যসহ দেশটিকে 'বয়কট' করা নিয়ে বিভিন্ন ধরণের ক্যাম্পেইন চলছে। যারা এসব প্রচারণা চালাচ্ছেন, তাদের বেশির ভাগই আওয়ামী লীগ কিংবা সরকার-বিরোধী হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এসব প্রচারণা ভারতেও অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এই প্রচারণার বিরুদ্ধে ভারতের অনেকে ইউটিউবে পাল্টা জবাব দিয়েছেন। বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বাংলাদেশে 'ইন্ডিয়া আউট' ক্যাম্পেইন জোরদার হচ্ছে মন্তব্য করে বলেছেন, এটা দেশটির প্রভাবের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদ। ২০ মার্চ (বুধবার) ঢাকার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই মন্তব্য করেন। 'ইন্ডিয়া আউট' প্রচারণা সম্পর্কে আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে রুহুল কবির রিজভী বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা ওবায়দুল কাদের সামাজিক মাধ্যমের আন্দোলনকে ‘সমীচীন নয়’ বলে মনে করেছেন। যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমিতে ভারতের ভূমিকার প্রতি জনগণের অসন্তোষের বিষয়ে ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে অস্বস্তির বহিঃপ্রকাশ। রুহুল কবির রিজভী অভিযোগ করেন, ভারত সরকারের সমর্থনের বিনিময়ে দেশের স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে বিসর্জন দিচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। তিনি দাবি করেন, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের জনগণের ম্যান্ডেট চায় না, বরং “মোদি সরকারের সমর্থনে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে এবং পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ হয়ে ক্ষমতা দখল করে।” আওয়ামী লীগ বাংলাদেশকে একটি 'ডামি রাষ্ট্র' হিসেবে বিবেচনা করছে অভিযোগ করে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের পেছনের আসল শক্তি

বাংলাদেশের জনগণ নয়, ভারত। আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়ে বাংলাদেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ভারত দেশের নাগরিকদের অধিকার লঙ্ঘন করছে। বিদেশি প্রভাবের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে রুহুল কবির রিজভী বলেন, "এমনটাও বিশ্বাস করতে হয় যে, ভারত বাংলাদেশ পুলিশ ও বিজিবির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের নির্দেশ দেয়, যা আমাদের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ন করে।"৭ জানুয়ারির (২০২৪) জাতীয় নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বিবৃতির কথাও উল্লেখ করেন রিজভী। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্থিতিশীলতার নামে আমাদের সার্বভৌমত্বের ধারণাকে বিপদগ্রস্ত করা হচ্ছে। ভারতের কথিত আধিপত্যকে আওয়ামী লীগের মেনে নেওয়ার সমালোচনা করে তিনি বলেন, "বাংলাদেশের জনগণ কখনোই ভারতের আধিপত্য মেনে নেবে না, এমনকি আওয়ামী লীগ নেতারা করলেও।" তিনি স্পষ্ট করে বলেন, বিএনপির বিরোধ ভারতের জনগণের সঙ্গে নয়, বরং বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতির সঙ্গে।

এদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, গায়ে পড়ে ভারতের সঙ্গে তিক্ততা তৈরি করে সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। ইন্ডিয়া আউট বলে সম্পর্ককে বৈরিতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সমীচীন নয়। ১৬ মার্চ (শনিবার) ঢাকেশ্বরী মন্দিরে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন কমিটির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, "সম্পর্ক ভালো বলেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছেন। আমি এই কৃতিত্ব দিব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও নরেন্দ্র মোদীকে। দীর্ঘ দিনের অবিশ্বাস ও সন্দেহের দেয়াল তারা ভেঙ্গে দিয়েছেন। অবিশ্বাস ও সন্দেহের দেয়াল রেখে কোনো কিছু সমাধান সম্ভব নয়। ... গঙ্গা চুক্তিও আমরা করেছি। তিস্তা নদী নিয়েও ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে এবং এর সমাধানও অবশ্যই হবে।" তিনি আরও বলেন, "দ্রব্যমূল্যের প্রভাব ভারতেও পড়েছে, ভারতে জিনিসপত্রের দাম কম, বাংলাদেশে বেশি বিষয়টা তো এমন নয়। যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকে তখন একটি মহল ভারতবিরোধী প্রচারণা চালানো শুরু করে।" (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ এলিনা)

বাংলাদেশের রাজস্ব আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ ঋণ পরিশোধে ব্যয় হয় : দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাংলাদেশ একটি অনিশ্চিত আর্থিক অবস্থার মধ্যে রয়েছে এবং রাজস্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ঋণ পরিশোধে ব্যয় করা হয়। এ কথা বলেছেন, বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তাঁর মতে, সরকারের মোট ঋণের দুই-তৃতীয়াংশ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আসে। এর ফলে মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ প্রায় ৮৫০ ডলারে পৌঁছেছে। বৃহস্পতিবার (৪ এপ্রিল) রাজধানী ঢাকার গুলশানের একটি হোটেলে সিপিডি আয়োজিত 'বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ ও ঋণ পরিশোধের পরিস্থিতি: উদ্বিগ্ন হওয়ার কি কোনো কারণ আছে?' শীর্ষক সংলাপে তিনি এ কথা বলেন। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বাংলাদেশের ঋণ কাঠামোর জটিলতার ওপর আলোকপাত করে এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, "জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজস্ব ব্যয়ের ৩৪ শতাংশ ঋণ পরিশোধে বরাদ্দ রাখা হয়েছে।" তিনি উল্লেখ করেন, এই পরিসংখ্যানে অভ্যন্তরীণ ঋণের জন্য ২৮ শতাংশ এবং বৈদেশিক ঋণের জন্য ৫ শতাংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা মাত্র তিন বছরে ২৬ শতাংশ থেকে ৩৪ শতাংশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ২০১৮-১৯ সাল থেকে ঋণ গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, রাজস্ব বাজেটে এখন এতটাই টানাটানি যে, উন্নয়ন প্রকল্পে এক পয়সাও অর্থায়ন করা সম্ভব নয়। ঋণ পরিশোধের বৃহত্তর প্রভাব তুলে ধরে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য অর্থনীতিবিদদের সতর্কবাণীর প্রতি নীতিনির্ধারকদের প্রত্যাখ্যানমূলক মনোভাবের সমালোচনা করেন। তিনি ২০২৪ সালে বাংলাদেশের সামনে চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে দুই বছর আগে করা নিজের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করেন। ২০২৫ সাল থেকে শুরু করে ২০২৬ সালে ঋণ পরিশোধে প্রত্যাশিত অস্বস্তির ওপর জোর দেন তিনি। তিনি বেসরকারি খাতের ঋণের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, মোট ঋণের ৮০ শতাংশই সরকারি ঋণ, বাকি ২০ শতাংশ বেসরকারি খাত। তিনি দেশের দায় ও বিনিময় খাতে বেসরকারি খাতের ঋণের প্রভাবের ওপর জোর দিয়ে ব্যক্তিগত ঋণ এবং এর ব্যবহার দেশে বা বিদেশে যেখানেই হোক না কেন, অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের আহ্বান জানান। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির সম্মানীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান। বক্তব্য দেন সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মসিউর রহমান, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সালেহউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

বান্দরবানে ব্যাংক ডাকাতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা বান্দরবানে সশস্ত্র হামলা ও ব্যাংকে লুটপাটের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ও কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। তিনি বলেছেন, বান্দরবানের রুমা ও থানচি উপজেলায় ব্যাংক ডাকাতি, অস্ত্র লুট ও সোনালী ব্যাংক ম্যানেজারকে অপহরণের ঘটনায় জড়িতদের বিচার হবে,

কঠোর শাস্তি হবে। আজ (বৃহস্পতিবার) সচিবালয়ে নিজ মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা জানান। (রেডিও তেহরান: ২০৩০ ০৪.০৪.২০২৪ এলিনা, গাজী আবদুর রশীদ)

এনএইচকে

তাইওয়ানের ভূমিকম্পে ১০ জন নিহত, ১০০০ জনের বেশি আহত

বুধবারের ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর তাইওয়ানে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলের কাছাকাছি হুয়ালিয়েন কাউন্টির উত্তরে এক গ্রামের একটি স্টেশনে বহু মানুষ অপেক্ষা করছিলেন। আটকে থাকার পর অনেকেই প্রথম ট্রেন ধরার চেষ্টা করেন। একজন মহিলা বলেছেন, "বুধবার যখন আমি কাজে যাচ্ছিলাম তখন ভূমিকম্প আঘাত হানে। রেল পরিষেবা এবং রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে বাড়ি ফেরা অসম্ভব হয়ে পড়ে।" একজন পুরুষ বলেছেন, "আমি এখানে ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বসবাস করছি কিন্তু এর আগে কখনও এত শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভব করিনি। গত রাতে এবং আজ সকালে কম্পন অব্যাহত ছিল, তাই আমি এখনই বাড়ি ফিরে যেতে চাই।" তাইওয়ানের আবহাওয়া কর্মকর্তারা বলছেন, বুধবার সকালে হুয়ালিয়েনের উপকূলে ৭.২ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। শক্তিশালী কম্পন তাইপে এবং নিউ তাইপে সহ তাইওয়ান জুড়ে বিভিন্ন স্থানে অনুভূত হয়েছে। কর্তৃপক্ষ বলছে, হুয়ালিয়েন কাউন্টিতে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে এবং অন্যান্য এলাকা সহ আরও এক হাজারেরও বেশি লোক আহত হয়েছেন। (এনএইচকে ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

ফেসবুক-ইউটিউব বন্ধ করবে সরকার?

সরকারের অভিযোগ আমলে না নিলে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ফেসবুক ও ইউটিউবসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় গত ৩১ মার্চ। তবে এর প্রক্রিয়া কী হবে এবং আদৌ সেই পদক্ষেপে সরকার যাবে কি না তা এখনো স্পষ্ট নয়। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) সচিব মো. নূরুল হাফিজ বলেন,"মন্ত্রিসভা কমিটির ওই বৈঠকের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমাদের এখনো কিছু জানানো হয়নি।" আর আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভাপতি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বৃহস্পতিবার বলেন,"আমরা তো বলেছি যদি আমাদের কথা না শোনে তাহলে বন্ধ করে দেব।" ৩১ মার্চ মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকের পর আ ক ম মোজাম্মেল হক সাংবাদিকদের বলেন,"তারা (ফেসবুক, ইউটিউব, গুগল) বিভিন্ন বিষয় আমাদের সুপারিশ শোনে না। কারণ, গুজব প্রতিরোধ ও সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে এখানে কোনো অফিস নেই। আমরা বলব যে, তারা আমাদের কথা শুনছে না। প্রয়োজন হলে কিছু সময়ের জন্য এসব বন্ধ থাকবে।" এদিকে বাংলাদেশ চাইছে মেটা বাংলাদেশে অফিস স্থাপন করুক। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক গত ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মেটার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশে একটি আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের অনুরোধ করেন। বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, সরকার ফেসবুক, ইউটিউবসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপর একটা প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে। তারা চাইছে তারা যখন চাইবে তখন যেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তথ্য দেয়। সরকারের আপত্তির কনটেন্ট সরিয়ে ফেলে বা ব্যক্তির ব্যাপারে তথ্য দেয়। কিন্তু বাস্তবে এটি সম্ভব নয়। কারণ ফেসবুকের নিজস্ব নীতি আছে। তারা তার ভিত্তিতে চলে। তবে তারা মনে করেন, ফেসবুকের কাস্টমার কেয়ার সার্ভিস তত ভালো নয়। অনেক ক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে ভালো প্রতিকার পাওয়া যায় না।

ফাইবার অ্যাট হোমের প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা সুমন আহমেদ সাবির বলেন, "কিছু কিছু বিষয় আছে যেটা আমাদের দেশীয় প্রেক্ষাপটে আমরা মনে করি যে ওটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে থাকা উচিত নয়। কিন্ত সেটার ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। তবে সরকারের দিক থেকে যে রিকোয়েষ্টগুলো যায় সেগুলো যে সব ভ্যালিড রিকোয়েস্ট তা নয়। সরকারের অনুরোধে ফেসবুক যদি সব সরিয়ে ফেলত তাহলে আমরা হয়তো অনেক তথ্য জানতেই পারতাম না। আবার কোনো ব্যক্তির তথ্য প্রকাশ করলে তার নিরপত্তাও বিঘ্নিত হতে পারত। ব্যক্তির ক্ষেত্রে তারা অত নজর না দিলেও কোনো সরকারের পক্ষ থেকে যখন কোনো রিকোয়েষ্ট পাঠানো হয় তখন তারা সেটাকে গুরুত্ব দেয়, তারা যা করার বুঝেশুনেই করে," বলেন তিনি। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. বি এম মইনুল হোসেন বলেন,"সরকার যে বলছে ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তাদের কথা শুনছে না, কী শুনছে না তা আমরা জানতে চাই। সরকার কী চায়, কোন ব্যাপারে ব্যবস্থা চায় তা যদি সরকার প্রকাশ করতো তাহলে আমরাও বুঝতে পারতাম সরকারের চাওয়া কতটা যৌক্তিক। তারা (সরকার) এমন কিছু রিকোয়েষ্ট পাঠান যা ব্যক্তিকে টার্গেট করে, কোনো ঘটনাকে টার্গেট করে যার মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে। সেগুলো তো ফেসুক ইউটিবের গ্রহণ করা উচিত না। তারা করেও না," বলেন তিনি। তবে তার মতে, "সরকারের অনুরোধ তারা গুরুত্বের সাথে খতিয়ে দেখলেও ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাদের সার্ভিস ভালো না। তাদের কাস্টমার কেয়ার সার্ভিস আরো উন্নত করা উচিত।"

সুমন আহমেদ সাবির বলেন,"সরকার চাইলে ফেসবুক ইউটিউব বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া সরকার নিতে পারবে কী না সেটাই প্রশ্ন। দেশের টেলিযোযোগও এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নির্ভর হয়ে পড়ছে। এর আগে সরকার নানা ঘটনায় দুই-একবার চেষ্টা করেছে সফল হয়নি।" অধ্যাপক বি এম মইনুল হোসেন বলেন, "দেশের

দুই লাখ ৫০ হাজারের মতো মানুষ এখন ই-কমার্সের সঙ্গে যুক্ত। এরমধ্যে অর্ধেক এফ কমার্স। তাই সরকার এটা বন্ধ করতে গেলে দেশের অর্থনীতি বিশাল ক্ষতির মুখে পড়বে। আর ফেসবুক বন্ধ করলে অনেক কিছুই বন্ধ হয়ে যাবে। একটির সাথে আরেকটি যুক্ত।" মানবাধিকার কর্মী এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক ফারুখ ফয়সাল বলেন,"ফেসবুক বা মানুষের কথা বলার, মুক্ত চিন্তার কোনো প্ল্যাটফরম বন্ধ করার সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সরকার যদি মনে করে যে তারা যৌক্তিক কথাও শুনছে না তাহলে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা আরো বাড়তে পারে। এখানে আইন কানুনের সমস্যা থাকতে পারে। এই ধরনের প্ল্যাটফরম যদি কোনো অন্যায় করে তাহলে দেশীয় আইনে ধরা না গেলে সরকার আন্তর্জাতিকভাবে চেষ্টা করতে পারে। বিষয়টি আন্তর্জাতিক ফোরামেও নিয়ে যাওয়া যায়। আর তা করতে হলে সরকারের অবস্থান সঠিক হতে হবে," মনে করেন তিনি। বাংলাদেশের কিছু আইন নিয়ে ফেসবুকের ভিন্নমত থাকার কারণেই তারা হয়তো এখানে অফিস করতে চায় না। কারণ তখন ওই আইন তাদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হতে পারে। আর তারা যদি মনে করে অফিস না নিয়েই ব্যবসা করা যায় তাহলে তারা অফিস করবে কেন? আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ফেসবুক ও ইউটিউব সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জানতে চাইলে বিটিআরসি সচিব সচিব মো. নূরুল হাফিজ বলেন, "ফেসবুকসহ সামাজিক যোযোগমাধ্যম সাময়িকভাবে বন্ধ করার কোনো সিদ্ধান্তের কথা আমরা জানা নাই। আমরা সরকারের দিক থেকে এধরনের কোনো নির্দেশনা পাই নাই।" তিনি বলেন,"মেটা (ফেসবুক, ইউটিবসহ সব ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ, বৈঠক এবং আলোচনা হয়। ফেসবুকের সঙ্গে দুই মাস পর পর বৈঠক হয়। আমরা আমাদের বিষয়গুলো শেয়ার করি আলোচনা করি। ইউটিউব যে দেড় লাখ কনটেন্ট সরিয়েছে তা আমরা বলেছি বলেই সরিয়েছে।" তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, "আমরা যে বিষয়গুলো পাঠাই তার সবই তারা অ্যাড্রেস করে। তবে প্রতিকার পাই শতকরা ৪০ ভাগের মতো।"

আর আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভাপতি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন,"আমরা তো বলিনি এখনই বন্ধ করব। যদি সেরকম কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তারা আমাদের কথা না শোনে তাহলে বন্ধ করব।" বন্ধ করার মত কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে কী না? প্রশ্নটি দুইবার করার পরও তিনি কোনো জবাব দেননি। বাংলাদেশে এখন ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা পাঁচ কোটির বেশি। ফেসবুকের সঙ্গে সরকার যোগাযোগ বাড়ানোর সঙ্গে অনুরোধের সংখ্যাও বাড়াচ্ছে। ২০২৩ সালের প্রথম ছয় মাসে মেটার কাছে তথ্য চেয়ে ৯৮৮টি আবেদন করে বাংলাদেশ সরকার। এরমধ্যে সরকারের ৬৭ শতাংশ আবেদনে সাড়া দিয়েছে মেটা। একইসময়ে বাংলাদেশের দুই হাজার ২২৭টি কনটেন্টে রেস্ট্রিকশন দিয়েছে মেটা। ওই সময়ে ৯৮৮টি অনুরোধের মধ্যে আইনি প্রক্রিয়ার জন্য ছিলো ৯৫৬টি এবং জরুরি ভিত্তিতে তথ্য দেয়ার অনুরোধ ছিলো ৩২টি। আবেদনের অধীনে মোট এক হাজার ৪৫৪ টি অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে তথ্য চায় সরকার। ২০২২ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার মেটার কাছে ৮৩৬টি অনুরোধ করেছিল। এদিকে ইউটিউব গত বছরের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তিন মাসে বাংলাদেশের প্রায় দেড় লাখ ভিডিও মুছে ফেলেছে। এ নিয়ে ২০২৩ সালে এক বছরে বাংলাদেশের ছয় লাখ ৩৮ হাজার ভিডিও অপসারণ করেছে তারা। আর টিকটক গত বছরের একই সময়ে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) বাংলাদেশ থেকে আপ করা ৭৫ লাখ ৯৯ হাজার ৩৪৯টি ভিডিও মুছে ফেলেছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:০৪.০৪.২০২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

বান্দরবানের রুমায় অপহরণ করা সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজারকে উদ্ধার করেছে র‍্যাব

বান্দরবানের রুমায় অপহরণ করা সোনালি ব্যাংকের ম্যানেজার নিজাম উদ্দিনকে উদ্ধার করেছে র‍্যাব। তাদের মধ্যস্থতায় ম্যানেজারকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন র‍্যাব সদর দপ্তর এর লিগ্যাল এন্ড মিডিয়া উইং পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মইন। এর আগে মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটার দিকে বান্দরবানের রুমায় সোনালী ব্যাংক ডাকাতি করে ভোল্ট থেকে ১ কোটি ৬৯ লাখ টাকা লুট করে সন্ত্রাসীরা।
(রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ০৪.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

কুকি চিনদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

কুকি চিনদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন শান্তিপূর্ণ বান্দরবানে একটি গোষ্ঠী পরিকল্পনামাফিক হামলা চালিয়েছে। এসব ঘটনা বড় ঘটনার পূর্বাভাস বলে মনে করছে সরকার। যার কারণে নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে। আজ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে নিয়ে এসব কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। (রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ.০৪.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

বিএনপি'র অভিশাপ দগ্ধিত পলাতক তারেক রহমান: ওবায়দুল কাদের

বিএনপির অভিশাপ দগ্ধিত পলাতক তারেক রহমান উল্লেখ করে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন সে যতদিন বিএনপি'র নেতৃত্বে থাকবে ততদিন বিএনপি সঠিক পথে আসবে না। দলটি ভুলে চোরাবালিতে আটকে গেছে উল্লেখ করেন তিনি। দুপুরে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে ১৭ই

এপ্রিল মুজিবনগর দিবস উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি ও খুলনা বিভাগীয় আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন ওবায়দুল কাদের। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৪.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

সরকারের নতজানু নীতির কারণে পাহাড়ের সন্ত্রাসের অভয়ারণ্য সৃষ্টি হয়েছে: রিজভি

বিএনপি'র জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবীর রিজভী বলেছেন সরকারের নতজানু নীতির কারণে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী পাহাড়ে সন্ত্রাসের অভয়ারণ্য সৃষ্টি করেছে। সমাজে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির জন্য অগণতান্ত্রিক সরকার দায়ী। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর নয়া পল্টনে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন রিজভী। রুহল কবীর রিজভী বলেন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশজুড়ে যে হরিলুট চলছে তারই প্রতিফলন হচ্ছে পাহাড়ের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংক ডাকাতি ও লুটপাট।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৪.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

মেট্রোরেলের টিকেট এর উপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার

মেট্রো রেলের টিকিটের উপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর ভ্যাট মওকুফ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদনের অপারগতা প্রকাশ করায় আগামী পহেলা জুলাই থেকে মেট্রোরেলের টিকিটে ভ্যাট বসবে। আজ বৃহস্পতিবার এনবিআর এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করেছেন। মেট্রোরেলের টিকিট এর উপর ভ্যাট মওকুফের সময়সীমা আগামী ৩০ জুন শেষ হচ্ছে। ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড অব্যাহত মেয়াদ শেষে নতুন করে ভ্যাট আরোপ না করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ করলেও তা নাকচ করা হয়। ফলে মেট্রোরেলের টিকিট এর উপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট বসবে আগামী পহেলা জুলাই থেকে।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৪.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

ঢাকার প্রবেশ ও বের হওয়ার পথ স্বাভাবিক রাখতে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে

ঈদকে কেন্দ্র করে ঢাকায় প্রবেশ ও বের হওয়ার পথে স্বাভাবিক রাখতে ঢাকা মহানগর পুলিশ ডিএমপির ট্র্যাফিক বিভাগ সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। সেজন্য ঢাকার পার্শ্ববর্তী পুলিশের সব ইউনিটের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। আজ ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন ডিএমপির ট্র্যাফিক বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ মুনিবুর রহমান। তিনি আরো জানান সড়কে যাতে ফিটনেসবিহীন যানবাহন না আসতে পারে সেজন্য গ্যারেজগুলোতে রাখা হচ্ছে নজরদারি। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৪.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

ঈদুল ফিতর ঘিরে শুরু হয়েছে ঘরমুখো মানুষের ঈদ যাত্রা

ঈদুল ফিতর ঘিরে শুরু হয়েছে ঘরমুখো মানুষের ঈদ যাত্রা। সপ্তাহ জুড়ে অনলাইনে ট্রেনের অগ্রিম টিকিট কাটার যুদ্ধ শেষে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা করেছেন যাত্রীরা। গত ২৫ মার্চ যে-সব যাত্রী অগ্রিম টিকিট পেয়েছেন তারাই আজ কমলাপুর থেকে যাচ্ছেন দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে। কমলাপুর রেলস্টেশন ঘুরে এসে আমাদের প্রতিনিধিরা জানিয়েছে প্রতিবছর ঈদ যাত্রায় নানা ভোগান্তির অভিযোগ থাকলেও এ বছর যাত্রীদের সেরকম কোন অভিযোগ নেই। নির্ধারিত নিয়মেই পেয়েছেন টিকেট। আবার নির্ধারিত সময়ে ছাড়ছে ট্রেনও। দু একটি ট্রেন কয়েক মিনিট বিলম্ব হলেও সেটা মানিয়ে নিচ্ছেন যাত্রীরা। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৪.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

বরিশাল ঢাকা নৌরুটে ঈদ যাত্রায় লঞ্চের আগাম টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে

বরিশাল ঢাকা নৌ রুটে ঈদ যাত্রা লঞ্চের আগাম টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। বেশিরভাগ বিলাসবহুল লঞ্চ গুলো বুকিং অফিস বরিশাল হওয়াতে গেল ২০ মার্চ থেকে কেবিনের চাহিদা আগাম স্লিপ নিয়েছে যাত্রীরা। আর ৩১ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে টিকিট বিক্রি। সড়ক পথে দুর্ঘটনার কথা মাথায় রেখে যাত্রীরা এবার লঞ্চের দিকে ঝুকছেন বলে জানিয়েছেন লাঞ্চ কর্তৃপক্ষ। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৪.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

পৃথিবীর কোনো দেশ বাংলাদেশের মতো এত দ্রুত দরিদ্রের হার কমাতে পারেনি: প্রধানমন্ত্রী

পৃথিবীর কোন দেশ বাংলাদেশের মতো এত দ্রুত অতি দরিদ্রের হার কমাতে পারেনি বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং পাঁচ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের শপথ গ্রহণ শেষে তিনি এ কথা বলেন। নব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন আপনারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত। জনগণের সেবা নিশ্চিত করতে পারলে ভবিষ্যতে ভোটের কোনো চিন্তা থাকবে না। মানুষ আপনাদের উপর আস্থা রাখবে বিশ্বাস রাখবে। আজ প্রধানমন্ত্রীর কাছে শপথ নিয়েছেন কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তাহসিন বাহার সূচনা ও ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের মেয়র ইকরামুল হক টিটু। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৪.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

বান্দরবানের তিন উপজেলায় সব ব্যাংকের কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে

বান্দরবানের তিন উপজেলা রুমা থানচি ও রোয়াংছড়িতে সোনালী ব্যাংক সহ সব ব্যাংকের কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বান্দরবান সদরে সোনালী ব্যাংক শাখার অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক ওসমান গনি এই কথা জানায়। সার্বিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানানো হয়। তিন উপজেলায় বিভিন্ন ব্যাংকের গ্রাহক জেলা সদরের সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখা থেকে টাকা তুলতে পারবেন বলে সোনালী

ব্যাংক সূত্র জানিয়েছে। রুমায় সোনালী ব্যাংকের শাখায় গত মঙ্গলবার রাত সোয়া ১০টার দিকে অস্ত্রধারীরা হামলা চালায়। টাকা লুট করতে ব্যর্থ হয় হামলাকারীরা ব্যাংক রুমা শাখার ব্যবস্থাপক নিজাম উদ্দিনকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এরপর গতকাল বুধবার বেলা একটার দিকে থানচিতে সোনালী ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পাখায় হামলা করে অস্ত্রধারীরা সাড়ে ১৭ লাখ টাকা নিয়ে যায়। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৪.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে মালামাল চুরি করতে বাধা দেয়ায় নিরাপত্তা কর্মীদের উপর হামলা

বাগেরহাটের রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে মালামাল চুরি করতে বাধা দেয়ায় সেখানকার নিরাপত্তা কর্মীদের উপর হামলা করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে ব্যাটেলিয়ান আনসার সদস্য সহ কেন্দ্রে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পাঁচ জন আহত হয়েছেন। বুধবার রাত সাড়ে দশটার দিকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উত্তর পশ্চিম কোণের তিন নম্বর টাওয়ার এলাকায় ওই ঘটনা ঘটে। সেন্ট্রি সিকিউরিটি সার্ভিস লিমিটেড নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্মীরা ঘটনার সময় বিদ্যুৎকেন্দ্রের ওই এলাকায় দায়িত্বরত ছিলেন। কয়েকজন রড স্কেলসহ বিভিন্ন মালামাল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ধরতে গেলে নিরাপত্তা কর্মীদের উপর দল বেঁধে হামলা করা হয়। এ সময় তাদের আটকে রেখে বেধড়ক মারধর করে মুঠোফোন ছিনিয়ে নেয় হামলাকারীরা। আহত ব্যক্তিরা হলেন আকরাম সাইদুল ইসলাম, মিন্টু বৈরাগী, ব্রোজেন মন্ডল ও আনসার ব্যাটেলিয়নের হাবিলদার কামাল বাশার। তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে চিকিৎসা কেন্দ্রে নেওয়া হয়। পরে রামপাল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। গুরুতর আহত ব্রোজেন মন্ডল ও আনসার সদস্য কামাল বাশারকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৪.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

রূপসায় সালাম জুট মিলে লাগা আগুন ৮ ঘণ্টা পরে নিয়ন্ত্রণে এসেছে

খুলনার রূপসায় সালাম জুট মিলে লাগা আগুন আট ঘণ্টা পরে নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ফায়ার সার্ভিসের ১১ টি ইউনিট ও ও নৌ বাহিনীর চেষ্টায় রাত দেড়টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও রুপসায় জাগোসায় অবস্থিত পাটকলটির গোডাউনে কাঁচা পাট ও প্রক্রিয়াজাত করা সব পাটই পুড়ে গেছে। এর আগে বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে জুট মিলটিতে আগুন লাগার খবর পেয়ে প্রথমে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ও পরে একে একে মোট ১১ টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে যোগ দেয়। যোগ দেয় নৌ বাহিনীর দুইটি ফায়ার ইউনিট ও। তবে আগুনে কারখানাটির চারটি গোডাউনে রফতানির জন্য রাখা ৫৫০ টন পাট ও ৩৫ হাজার টন কাঁচা পাট পুড়ে বশীভূত হয়ে যায়।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৪.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

রংপুরে যাত্রীবাহী বাস ও ব্যাটারি চালিত অটোরিক্সার সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন

রংপুরে যাত্রীবাহী বাস ও ব্যাটারি চালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরো দুইজন। তারা রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। বুধবার রাত এগারোটার দিকে রংপুর নগরীর মাহিগঞ্জ থানার কলোনি পাড়া মোড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন কাওমিয়া উপজেলার পূর্ব চাঁদপাড়া গ্রামের ফয়জুর রহমানের ছেলে নাহিদ এবং একই উপজেলার মাদ্রাসার শিক্ষার্থী হাফেজ জনি ও অটোরিক্সা চালক রবিউল ইসলাম। স্থানীয়রা জানিয়েছেন কুড়িগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী নাবিল পরিবহনের একটি বাস ওই এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি অটোরিকশা কে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান অটোরিকশার যাত্রী নাহিদ। গুরুতর অবস্থায় চারজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান জনি ও চালক রবিউল। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৪.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

জাগো এফএম

থানচিতে যৌথ বাহিনীর সঙ্গে কেএনএফের গোলাগুলি

বান্দরবানের থানচিতে কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যৌথবাহিনীর কয়েক দফা গোলাগুলি হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৪ এপ্রিল) বিকেল থেকে মুন্নমপাড়া, আত্তাপাড়া সীমান্তবর্তী এলাকায় কেএনএফের সঙ্গে যৌথবাহিনীর কয়েক দফা গোলাগুলি হয়। রাত সাড়ে ৮টার পর থানচিতে পুলিশের সঙ্গে গোলাগুলির তথ্য মিলেছে। থানচি বাজার কমিটির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান খামলাই ম্রো বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এদিকে, এখনো গোলাগুলি চলছে বলে জানিয়েছেন বান্দরবানের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এডমিন) রায়হান কাজেমী। রাত ৯টার দিকে থানচি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মামুন জানান, রাত সাড়ে ৮টা থেকে থানচি বাজার ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এলাকায় কেএনএফের সঙ্গে পুলিশ ও বিজিবির তুমুল সংঘর্ষ চলছে। পরে রাত সাড়ে নয়টার পর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. রায়হান কাজেমি জানান, সাড়ে ৮টার দিকে কেএনএফ সদস্যরা দ্বিতীয়বারের মতো ব্যাংক লুটের চেষ্টা চালায়। এসময় পুলিশ বাধা দিলে সংঘর্ষ শুরু হয়। পরে বিজিবি এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরিবেশ এখন শান্ত রয়েছে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ প্রতীক)

ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্টের চিঠির জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

গাজার কোনো অংশ পুনর্দখলের ইসরায়েলি পরিকল্পনা এবং গাজাবাসীকে তাদের নিজস্ব ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করা এবং ইসরায়েলের পাশাপাশি ফিলিস্তিনিদের একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকার প্রত্যাখ্যান করার বিরুদ্ধে নিজের দৃঢ়

অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি এ সুযোগে গত ৮ই অক্টোবর, ২০২৩ থেকে গাজা এবং পশ্চিম তীরে নিরবচ্ছিন্ন ইসরায়েলি গণহত্যায় শিশু, নারী ও পুরুষসহ নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানির মর্মান্তিক ক্ষয়ক্ষতিতে ফিলিস্তিনের সরকার ও ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।' তিনি আরো বলেন, 'আমি ১৯শে মার্চ, ২০২৪ তারিখে আপনার দূত এবং ফাতাহ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে আমাকে লেখা চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করছি।' বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একটি দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধবিরতির জন্য তার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করে বেসামরিক জীবন ও অবকাঠামো রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানান। শেখ হাসিনা গাজার জন্য ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর 'ডে আফটার' যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত রয়েছেন উল্লেখ করে মাহমুদ আব্বাসের গভীর উদ্বেগকে সমর্থন করে বলেন, 'পরিকল্পনাটি ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকারের অবমাননা এবং আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তির লঙ্ঘন।' তিনি বলেন, 'এটা হতাশাজনক যে, পরিকল্পনাটি সংঘাত বন্ধে দীর্ঘস্থায়ী কোনো বাস্তব পথ প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে গাজায় ফিলিস্তিনিদের বৈধ জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে দমন করা এবং ভূমির ওপর ইসরায়েলি নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী করা।' শেখ হাসিনা বলেন, 'এ প্রেক্ষাপটে আমরা আমাদের দৃঢ় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করছি যে, আমরা গাজার যে-কোনো অংশ পুনরুদ্ধার করার জন্য ইসরায়েলি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মৃত, গাজাবাসীদের তাদের নিজস্ব অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করা হবে না, গাজা ভূখণ্ড ছোট করা হবে না, ইউএনআরডব্লিউএ-এর বাস্তবায়নের ক্ষমতার উপর কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। ম্যান্ডেট, এবং ইসরায়েলের পাশাপাশি একটি পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্রে ফিলিস্তিনিদের অধিকার প্রত্যাখ্যান করা হবে না। তিনি বলেন, ন্যায়বিচার, শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখা ইসলাম এবং সব মহান ধর্মের মূল শিক্ষা। এটাকে আমরা সব দ্বন্দ্ব ও ভোগান্তি নিরসনে প্রতিষেধক বলে মনে করি।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ প্রতীক)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে শপথ নিয়েছেন কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে শপথ নিয়েছেন কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র। বৃহস্পতিবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নবনির্বাচিত মেয়র ডা. তাহসীন বাহার সূচনা ও ইকরামুল হক টিটুকে শপথ পড়ান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়া ময়মনসিংহ সিটির নবনির্বাচিত কাউন্সিলরদের শপথ পড়ান স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম। এর বাইরে কুড়িগ্রাম, ঠাকুরগাঁও, সিরাজগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানদেরও শপথ পড়ানো হয়। গত ৯ই মার্চ ময়মনসিংহ সিটি এবং কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের উপনির্বাচনে মেয়র পদে ভোট গ্রহণ করা হয়। একই দিন উপরোক্ত জেলা পরিষদে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন হয়। এতে ময়মনসিংহ সিটিতে দ্বিতীয়বারের মতো মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি ইকরামুল হক টিটু। কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে উপনির্বাচনে জয়লাভ করেছেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. তাহসীন বাহার সূচনা। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ প্রতীক)

দুর্নীতি, মাদক ও সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে জনপ্রতিনিধিদের সজাগ থাকার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

দুর্নীতি, মাদক ও সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে জনপ্রতিনিধিদের সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, 'দুর্নীতি, মাদক, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস থেকে সবাই যেন দূরে থাকে।' বৃহস্পতিবার, ৪ঠা এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শপথ অনুষ্ঠানে তিনি এ নির্দেশ দেন। আজ কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত মেয়র এবং কুড়িগ্রাম, ঠাকুরগাঁও, সিরাজগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলররা শপথ নেন। সরকারপ্রধান বলেন, 'প্রতিটি এলাকায় উন্নয়ন করে যাচ্ছি। আমাদের উন্নয়নের সব লক্ষ্য গ্রামের মানুষ। সে কথা মাথায় রেখেই আমাদের প্রত্যেক গ্রামের সমান উন্নয়ন হবে।' তিনি বলেন, 'এরই মধ্যে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে যেটা আপনারা নিজেরাই দেখতে পারেন। এ পরিবর্তন ধরে রেখে আরো যাতে উন্নতি হয়, জনগণের কাছে দেওয়া ওয়াদা আপনাদের রক্ষা করতে হবে।' আওয়ামী লীগ সব সময় জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়েই কাজ করে, এমন মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সবার আগে যেটা দরকার, জনগণের ভোটের অধিকার জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা। একমাত্র আওয়ামী লীগ যখন সরকার গঠন করেছে, তখন এ দেশের মানুষ অন্তত এটুকু পেয়েছে যে, সরকার জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করে। যে কারণে বাংলাদেশের উন্নয়নটা সম্ভব হয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমরা সেটা করতে পারতাম, যদি কোভিড-১৯ এর অতিমারি না দেখা দিত। আর এই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ না হতো, স্যাংশন-কাউন্টার স্যাংশন, বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি, প্রত্যেকটা খাদ্যপণ্যের দাম বেড়ে গেছে। তেলের দাম বেড়ে গেছে, জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে, গ্যাসের দাম বেড়েছে, পরিবহন খরচ বেড়েছে। এগুলো যদি না হতো, আমরা কিন্তু আরো দ্রুত এগিয়ে যেতে পারতাম। আমাদের দারিদ্র্যের হার আরো কমাতে পারতাম। অনুষ্ঠানে প্রথমে শপথ নেন কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত মেয়র তাহসীন বাহার সূচনা এবং ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত মেয়র একরামুল হক টিটু। একই অনুষ্ঠানে শপথ গ্রহণ করেন কুড়িগ্রাম, ঠাকুরগাঁও, সিরাজগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলররা।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ প্রতীক)

মফস্বলের হাসপাতাল দেখে মনে হয় আস্তাবল, ডাক্তার আছে ওষুধ নেই : সেতুমন্ত্রী

দেশের চিকিৎসাব্যবস্থার দুর্বলতার চিত্র তুলে ধরে সেটির মান উন্নত করার নির্দেশনা দিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, 'মফস্বলের কোনো কোনো হাসপাতাল দেখে মনে হয় যেন আস্তাবল। হাসপাতাল যেন আস্তাবল না হয়। ডাক্তার আছে, ওষুধ নেই। আইসিইউ-এর মতো জরুরি বিষয়টি উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত থাকা দরকার।' বৃহস্পতিবার, ৪ঠা এপ্রিল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় দলটির সাধারণ সম্পাদক এসব কথা বলেন। সভায় তিনি মফস্বলের হাসপাতালগুলোর মান উন্নত করার ওপর জোর দেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, 'স্বাস্থ্যখাতে দগদগে অবস্থা করোনা মহামারিতে দেখেছি। মূল জায়গায় দায়িত্বপ্রাপ্তরা যদি সৎ হোন, দায়িত্ববোধ থাকে তাহলে অনেক কিছু করা যায়।' সেতুমন্ত্রী বলেন, 'সব মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে গুরুত্ব দিতে হবে। পদ্মার ওপারে একটি আধুনিক ও বড় হাসপাতাল করার প্রস্তাব আছে। ক্যানসার, কিডনিসহ কিছু কিছু জটিল রোগের জন্য বাইরে যেতে হয়।' আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক উপ-কমিটির চেয়ারম্যান আ ফ ম রুহুল হকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ডা. রোকেয়া সুলতানা-সহ উপ-কমিটির সদস্যরা। পরে দেশের পাঁচটি হাসপাতালে উপ-কমিটির পক্ষ থেকে হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ প্রতীক)

বিএনপিপন্থি মুক্তিযোদ্ধারা ফ্রিডম ফাইটার বাই অ্যাক্সিডেন্ট : ওবায়দুল কাদের

বিএনপিপন্থি মুক্তিযোদ্ধারা ফ্রিডম ফাইটার বাই অ্যাক্সিডেন্ট বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, 'এরা ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা। আজ ইতিহাসের সত্যকে জানতে হবে। ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবসে তারা মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ করে গণহত্যা নিয়ে কোনো কথা বলেনি। আজ তারা এখনো স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে বিতর্ক চালিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার ম্যান্ডেট জনগণ থেকে পেয়েছিলেন শুধু বঙ্গবন্ধু। ৭০-এর নির্বাচনে একাত্তরের স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার বৈধ ম্যান্ডেট কেবল বঙ্গবন্ধুই পেয়েছিলেন। কাজেই স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার অধিকার অন্য কারো ছিল না।' বৃহস্পতিবার, ৪ঠা এপ্রিল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর দিবস পালনের প্রস্তুতি ও খুলনা বিভাগীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি। ওবায়দুল কাদের বলেন, 'বিএনপির অভিভাবক দণ্ডিত পলাতক তারেক রহমান। সে যতদিন বিএনপির নেতৃত্বে থাকবে ততদিন বিএনপি সঠিক পথে আসবে না। দলটি ভুলের চোরাবালিতেই আটকে থাকবে। তিনি বলেন, লন্ডন থেকে যার হুকুমে বিএনপি চলে তার ফ্রি স্টাইল নেতৃত্ব এখন বিএনপি নেতাদের মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। তারা বুঝতে শুরু করেছে তারেক রহমান যতদিন নেতৃত্বে আছে ততদিন বিএনপি ভুলের চোরাবালিতে আটকে আছে। এখান থেকে তারা আর বের হতে পারবে না।' আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'রাজনীতি করবে রিমোট কন্ট্রোলে, এটা কি হয়। সাহস থাকলে দেশে আসুন, রাজনীতি করুন। জেলে যাওয়ার সাহস রাখুন। লন্ডন থেকে ডাকে আর জনগণ সাড়া দেবে না। আজ বিএনপি নেতারাও এই আন্দোলনের ডাককে ভুয়া বলে। বিএনপি আন্দোলনে ব্যর্থ, নির্বাচন ঠেকাতে ব্যর্থ। ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দিয়েও ব্যর্থ। বিএনপি নেতাদের শোবার ঘরে, রান্নাঘরে ভারতীয় পণ্য। তথাকথিত এই ডাক ভাঁওতাবাজি। এই ভাঁওতাবাজির অবসান হয়েছে। আজকে ব্যর্থ হয়ে বিএনপি দিশেহারা।' বিএনপির ৮০ ভাগ নেতা-কর্মী নির্যাতনের শিকার, এমন বক্তব্য প্রসঙ্গে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, মির্জা ফখরুল কথায় কথায় চোখের জল ফেলেন। ৮০ পার্সেন্ট নেতাকর্মী নাকি নির্যাতন ও জেলে বন্দি। বলেন কোন কারাগারে তারা বন্দি আছে? আমির খসরু, মির্জা আব্বাস সবাই একে একে বাইরে। তালিকাটা প্রকাশ করুন। আর মিথ্যাচার করে জাতিকে বিভ্রান্ত করবেন না।' আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজী জাফরুল্লাহর সভাপতিত্বে মত বিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ, আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম-সহ অন্যান্য নেতারা। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ প্রতীক)

আগুন সন্ত্রাসীদের রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ বলেছেন, যারা রাজনীতির নামে আগুনসন্ত্রাস করে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করে তাদের এ দেশে রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই। এরা রাজনৈতিক দুর্বৃত্ত, রাজনীতিবিদ নয়।' তিনি বলেন, 'বিএনপি-জামায়াতের নেতৃত্বে বিভিন্ন সময় আগুনসন্ত্রাস হয়েছে। এখনো তারা ওত পেতে আছে। তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।' বৃহস্পতিবার, ৪ঠা এপ্রিল জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে বেইলি রোডের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিহত যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন নেতা অ্যাডভোকেট আতাউর রহমান শামীমের স্মরণে আয়োজিত সভায় এসব কথা বলেন তিনি। সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ মফস্বল সাংবাদিক সোসাইটি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'রাজনীতির নামে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করা গত দুই তিন দশকে দুনিয়ার কোথাও আমি দেখিনি। শুধু মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করা নয়, আপনারা জানেন গত নির্বাচনের আগে কীভাবে ট্রেনের মধ্যে পেট্রোলবোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে। যাত্রী বেশে ঢুকে সেখানে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে বের হয়ে গিয়েছে। যারা দেশে রাজনীতির নামে আগুনসন্ত্রাস চালায় তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা দরকার।' মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের কোনো ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সে জন্য সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে মন্তব্য করে

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আসলে বাংলাদেশে অগ্নিনির্বাপণের জন্য ঘর-বাড়িতে এবং বিশেষ করে রেস্টুরেন্টগুলোতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাখা হয় না। আপনারা জানেন ঢাকা শহরে যথাযথ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা না থাকার কারণে অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যাতে এই ধরনের অগ্নিকাণ্ড আর না ঘটে।' মানুষের সচেতনতার অভাব থাকলে সব ব্যবস্থা নিয়েও অগ্নিনির্বাপণ করা সম্ভব নয় মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী ফায়ার সার্ভিসকে কিন্তু ঢেলে সাজিয়েছেন। আমরা যখন সরকার গঠন করি ২০০৯ সালে, তখন দেশের মাত্র ৪০টা উপজেলায় ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন ছিল। এখন প্রত্যেকটা উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন আছে। এটা একটা বিরাট অগ্রগতি। ফায়ার সার্ভিসে আগে ২০ তলায় উঠতে গিয়ে ফায়ার ফাইটিং করার ব্যবস্থা ছিল না। ২০ তলা বা আরও উঁচু ভবনে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ফয়ার ফাইটিং করতে পারে তাদের সেভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এমনকি ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা যাতে আকাশ থেকেও অগ্নিনির্বাপণ করতে পারে সেজন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সবশেষে যেটি প্রয়োজন সেটি হলো মানুষের সচেতনতা। মানুষের সচেতনতার যদি অভাব থাকে তাহলে সব ব্যবস্থা নিয়েও অগ্নিনির্বাপণ করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশ গরমের দেশ। আমাদের দেশের প্রত্যেকটি ঘরবাড়িতেই অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।' সাপ্তাহিক গণবাংলার প্রধান উপদেষ্টা এম এ করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। এছাড়া স্মরণসভায় বক্তব্য দেন প্রয়াত আতাউর রহমানের একমাত্র কন্যা ফারদিন রহমান, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সফিকুল বাহার মজুমদার টিপু, আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য উপ-কমিটির সদস্য মশিউর আহমেদ, বাংলাদেশ মফস্বল সাংবাদিক সোসাইটির চেয়ারম্যান মোঃ সুমন সরদার ও মহাসচিব এম এ বাশার প্রমুখ।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ প্রতীক)

বান্দরবানে ব্যাংক লুটপাটে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বান্দরবানে সশস্ত্র হামলা ও ব্যাংকে লুটপাটের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ও কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। বৃহস্পতিবার, ৪ঠা এপ্রিল সচিবালয়ে নিজ দফতরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মন্ত্রী এ কথা জানান। বান্দরবানে সশস্ত্র হামলা ও ব্যাংকে লুটপাটের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, 'এ ঘটনা যেই ঘটাক আমরা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেবো। আমরা কঠোর ও কঠিন ব্যবস্থা নেবো এটার।' এটার পেছনে ভূ-রাজনৈতিক কোনো বিষয় আছে কি না, জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, 'আমাদের কাছে এখনো এ ধরনের কোনো তথ্য নেই। অনেক কিছু হতে পারে। তথ্য না জেনে আমরা কিছু বলতে পারবো না।' নির্বাচনের আগে দেখেছি, বাসে আগুন, ট্রেনে আগুন, এটা সেটার ধারাবাহিকতা কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এ সবকিছু আমরা দেখছি। একের পর এক আগুন লাগাটাও আমার কাছে আশ্চর্য লেগেছে। আমাদের কাছে মনে হয়েছে এটা কোনো কিছুর ইঙ্গিত কি না কিংবা এটার পেছনে কিছু আছে কি না, সেটার জন্য আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই, অল্প সময়ের মধ্যে এত শিল্পকারখানায় আগুন লাগার পেছনে কোনো রহস্য আছে কি না, আমরা দেখছি। দেখে ব্যবস্থা নেবো।' প্রধানমন্ত্রী কী নির্দেশনা দিয়েছেন, প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'তিনি পরিষ্কার করে নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক মিটিংয়েই পরিষ্কার করে বলে দেন। নতুন কোনো নির্দেশনা নেই। নির্দেশনা এটুকুই, এদের খুঁজে বের করে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।' এক প্রশ্নের জবাবে আসাদুজ্জামান খান বলেন, 'কুকি চিনের আস্তানা র‍্যাব ও সেনাবাহিনী নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। আমাদের সীমানা পার হয়ে ভিন্ন কোনো দেশে তারা আশ্রয় নিয়েছিল। এখন তারা কোথা থেকে আসছে, কীভাবে আসছে, মাঝে মাঝে তাদের প্রতিনিধি এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলে। তারা বলতেছিল, তারা শান্তি চায়, এ এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য, অনেক কিছুই বলছিল। কিন্তু হঠাৎ করে আক্রমণ, হঠাৎ করে ব্যাংক ডাকাতি, আমাদের কাছেও এটা নতুন কোনো বিষয় মনে হচ্ছে।' তিনি বলেন, 'সেজন্য আমরা বলছি, যারা ঘটিয়েছে, তাদের বিচার হবে, শাস্তি হবে। আইনানুগভাবে আমরা কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করবো।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ প্রতীক)

ডাবের খোসা-চিপসের প্যাকেট কিনবে ডিএনসিসি : মেয়র আতিক

ডেঙ্গু মোকাবিলায় শহরজুড়ে যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এডিস মশার প্রজনন স্থল এবং পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ পরিত্যক্ত পলিথিন, চিপসের প্যাকেট, আইসক্রিমের কাপ, ডাবের খোসা, অব্যবহৃত টায়ার, কমোড ও অন্যান্য পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি জনগণের কাছ থেকে কিনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ডিএনসিসি। বৃহস্পতিবার, ৪ঠা এপ্রিল দুপুরে রাজধানীর গুলশান-২ নগর ভবনের হলরুমে দ্বিতীয় পরিষদের ২৬তম কর্পোরেশন সভার আলোচনায় এ সিদ্ধান্ত জানান মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম। ডিএনসিসি মেয়র বলেন, 'প্রতিটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরের কার্যালয়ে গিয়ে যে কেউ উল্লিখিত দ্রব্যাদি জমা দিয়ে নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। প্রতিটি ওয়ার্ডের ক্রয় করা পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করে পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা নিকটবর্তী এসটিএস বা সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনে অপসারণ করবে। জনগণকে সম্পৃক্ত করে প্রতিটি ওয়ার্ডকে পরিচ্ছন্ন করার লক্ষ্যে এ উদ্যোগ। আশা করি এর ফলে জনগণ অব্যবহৃত এসব দ্রব্যাদি যত্রতত্র ফেলা বন্ধ করবে এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে সিটি কর্পোরেশনে জমা দেবে।' সভায় কাউন্সিলরদের সম্মতিক্রমে পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি ও সেগুলো সংগ্রহের জন্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়। চিপসের প্যাকেট/সমজাতীয় প্যাকেট ১০০টি ১০০ টাকা, আইসক্রিমের কাপ, ডিসপোজেবল গ্লাস/কাপ ১০০টি

১০০ টাকা, অব্যবহৃত পলিথিন প্রতি কেজি ৫০ টাকা, ডাবের খোসা প্রতিটি দুই টাকা, মাটি/প্লাস্টিক/মেলামাইন/সিরামিক ইত্যাদির পাত্র প্রতিটি তিন টাকা, পরিত্যক্ত টায়ার, প্রতিটি ৫০ টাকা, পরিত্যক্ত কমোড/বেসিন ইত্যাদি, প্রতিটি ১০০ টাকা, অন্যান্য পরিত্যক্ত প্লাস্টিকের দ্রব্যাদি প্রতি কেজি ১০ টাকায় কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঈদের পরে কাউন্সিলরের কার্যালয় থেকে এটি বাস্তবায়ন করা হবে বলেও জানান মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম। এর আগে কর্পোরেশন সভার শুরুতে মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম কাউন্সিলর ও কর্মকর্তাদের আসন্ন ঈদুল ফিতরের ও পহেলা বৈশাখের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানান। মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম বলেন, 'ঈদের পর থেকেই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে প্রতিটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরদের নেতৃত্বে জনগণকে সচেতন করতে ক্যাম্পেইন শুরু করতে হবে। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, রাজনীতিবিদ, ইমাম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সবাইকে নিয়ে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে করণীয় সম্পর্কে মত বিনিময় সভা করতে হবে, সচেতনতামূলক র‍্যালি করতে হবে। সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ওষুধ প্রয়োগ করা, পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করার পাশাপাশি জনগণের সচেতনতা জরুরি। জনগণের মধ্যে বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে এডিসের লার্ভা যেনো জন্মাতে না পারে। সেজন্য নিজেদের ঘরবাড়ি, অফিস পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ প্রতীক)

জমি ১০ শ্রেণিতে বিন্যাস করে হচ্ছে ভূমি জোনিং ও সুরক্ষা আইন : ভূমিমন্ত্রী

ভূমির অপরিকল্পিত ব্যবহার রোধ এবং সুরক্ষায় জমি ১০টি শ্রেণিতে বিন্যাস করে 'ভূমি জোনিং ও সুরক্ষা আইন' করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার, ৪ঠা এপ্রিল সচিবালয়ে 'ভূমি জোনিং ও সুরক্ষা আইন, ২০২৪' এর খসড়া চূড়ান্তকরণ বিষয়ক এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ভূমিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ভূমিমন্ত্রী বলেন, 'কৃষিজমি শুধু শস্য উৎপাদন ক্ষেত্র নয়, কৃষিজমি আমাদের অর্থনীতির প্রাণ এবং আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার ভিত্তি।' তিনি বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তন এবং দ্রুত শিল্পায়ন ও নগরায়ণের দ্বারা সৃষ্ট চ্যালেঞ্জের জন্য ভূমির মত এই অমূল্য সম্পদ রক্ষার জন্য শক্তিশালী আইন প্রণয়ন করা জরুরি বলে মনে করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই আইন স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়ন, বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং দীর্ঘমেয়াদি বদ্বীপ পরিকল্পনার সহজতর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।' তিনি বলেন, 'প্রস্তাবিত ভূমি জোনিং ও সুরক্ষা আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, অপরিকল্পিতভাবে নগরায়ণ, আবাসন, বাড়ি-ঘর তৈরি, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, শিল্পকারখানা ও রাস্তাঘাট নির্মাণরোধ করা, ভূমির শ্রেণি বা প্রকৃতি ধরে রেখে পরিবেশ রক্ষা ও খাদ্য শস্য উৎপাদন অব্যাহত রাখা, কৃষিজমি, বনভূমি, টিলা, পাহাড়, নদী, খালবিল ও জলাশয় সুরক্ষাসহ ভূমির পরিকল্পিত ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ভূমির ব্যবহার নিশ্চিত করে পরিকল্পিত জোনিংয়ের মাধ্যমে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহারে রাষ্ট্রীয় অনুশাসন নিশ্চিত করা।' নারায়ণ চন্দ্র চন্দ বলেন, 'যেহেতু আইনটি প্রণয়ন হলে প্রায় সব খাতে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, আমরা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মূল্যবান মতামত আহ্বান করছি। আমি আশা করছি সবার প্রাপ্ত মতামতের ওপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত আইনের খসড়াটি কৃষি সমৃদ্ধিকে উৎসাহিত, খাদ্য সুরক্ষা জোরদার এবং আমাদের পরিবেশকে সুরক্ষিত করায় ভূমিকা রাখবে।' ভূমি সচিব জানান, 'এ আইনের মূল বিধানগুলোর মধ্যে রয়েছে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, ভূসংস্থান এবং উদ্দিষ্ট ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে জমিকে স্বতন্ত্র অঞ্চলে নিখুঁতভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং স্থল মূল্যায়নের মাধ্যমে, সরকার ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ তৈরি করছে, যা সারাদেশে পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য একটি স্পষ্ট প্রতিচিত্র প্রদান করবে। ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ তৈরি সংশ্লিষ্ট ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলমান প্রকল্পটির নাম মৌজা ও প্লটভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প।' সচিব আরো জানান, 'বিশেষজ্ঞসহ সবার মতামতের ওপর ভিত্তি করে আইনের খসড়ায় ভূমি জোনিংয়ের জন্য ১০টি শ্রেণিবিন্যাসের প্রস্তাব করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে, আবাদি, আবাসিক, বাণিজ্যিক, জলাভূমি, নদী, বন, পাহাড়, রাস্তা, শিল্প এবং ধর্মীয় স্থান।' এসময় ভূমি সচিব মোঃ খলিলুর রহমান, ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল, ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদফতরের মহাপরিচালক আনিস মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ প্রতীক)

বান্দরবানে অপহৃত ব্যাংক ম্যানেজার উদ্ধার

বান্দরবানে সোনালী ব্যাংকের অপহৃত ম্যানেজার নেজাম উদ্দিনকে উদ্ধার করেছে র‍্যাব। বৃহস্পতিবার, ৪ঠা এপ্রিল সন্ধ্যায় জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে রুমা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ দিদারুল আলম। তিনি বলেন, 'উদ্ধারের পর নেজাম উদ্দিন আমাদের হেফাজতে রয়েছেন। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানানো হবে। এর আগে ২রা এপ্রিল, মঙ্গলবার রাতে সোনালী ব্যাংকে হামলা চালায় বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র সংগঠন কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট, কেএনএফ-এর সন্ত্রাসীরা। তারা স্থানীয় বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনটি বন্ধ করে দেয়। পরে স্থানীয় চা দোকানে থাকা ব্যাংক ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে ভল্টের চাবি ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু তারাবি নামাজের জন্য মসজিদে থাকা ব্যাংক ম্যানেজারের কাছ থেকে চাবির অপর গোছাটি না পেয়ে তাকে তুলে নিয়ে যায় কেএনএফ সদস্যরা। স্থানীয়রা জানান, ওই দিন রাত সাড়ে ৯টার দিকে সশস্ত্র ডাকাত দল হামলা চালিয়ে ব্যাংকটির গ্রিল ভেঙে লকারে থাকা টাকা, নিরাপত্তায় ব্যবহৃত ১৪টি আগ্নেয়াস্ত্র লুট করে। হামলার শুরুতে তারা উপজেলা পরিষদের দায়িত্বে থাকা পুলিশ ও আনসার সদস্যদের মারধর করে অস্ত্র, মোবাইল কেড়ে নেয়। হামলাকারী অনেকের গায়ে কেএনএফের লোগো সংবলিত পোশাক ছিল। এদিকে

বৃহস্পতিবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র‍্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন জানান, 'অপহৃত ম্যানেজারকে ছাড়াতে ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে পাহাড়ি সন্ত্রাসী সংগঠন কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট কেএনএফ। তিনি বলেন, 'এরমধ্যে বান্দরবান ক্যাম্পে জনবল বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি পাহাড়ে অভিযানে র‍্যাব সদরদফতর থেকে দক্ষ র‍্যাব সদস্যদের বান্দরবান পাঠানো হয়েছে। আপনারা জানেন ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে পার্বত্য এলাকায় অভিযান চালানো অত্যন্ত কঠিন। তাই অভিজ্ঞদের ছাড়া পাহাড়ে অভিযান চালানো দুরূহ। সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় র‍্যাব অপহৃত ব্যাংক কর্মকর্তা ও অস্ত্র উদ্ধারে কাজ করছে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ প্রতীক)

মেট্রোরেলে চড়তে ১ জুলাই থেকে ভ্যাট দিতে হবে

মেট্রোরেলের টিকিটে ভ্যাট অব্যাহতি আর বাড়ছে না। আগামী ১লা জুলাই থেকে মেট্রোর টিকিটে ভ্যাট দিতে হবে। ভ্যাটের হার হবে ১৫ শতাংশ। বৃহস্পতিবার, ৪ঠা এপ্রিল ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, ডিএমটিসিএলকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, এনবিআর। যাত্রীদের কথা চিন্তা করে ২০২২ সালের ২৮শে ডিসেম্বর থেকে মেট্রোরেলের ভাড়ায় ভ্যাট অব্যাহতি দেয় এনবিআর। আগামী ৩০শে জুন পর্যন্ত বহাল থাকবে এ সুবিধা। ভ্যাট অব্যাহতির মেয়াদ বাড়াতে সম্প্রতি এনবিআরকে চিঠি দেয় ডিএমটিসিএল। কিন্তু এ আবেদন নাকচ করে সংস্থাটি। এনবিআর জানিয়েছে, উন্নয়নের চাহিদা অনুযায়ী রাজস্ব আয় বাড়াতে সব খাতেই কর ছাড় কমানো হচ্ছে। তাই এ খাতের ভ্যাট অব্যাহতির সুবিধা আর বাড়ানো হবে না। ফলে জুলাই থেকে ১০০ টাকা ভাড়ায় ১৫ টাকা ভ্যাট দিতে হবে মেট্রোরেলের যাত্রীদের। এনবিআর-এর দ্বিতীয় সচিব ব্যারিস্টার মোঃ বদরুজ্জামান মুনশির সই করা চিঠিতে বলা হয়েছে, 'মেট্রোরেল সেবার ওপর ২০২২ সালের ২৮শে ডিসেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত প্রদত্ত অব্যাহতির মেয়াদ শেষে মূল্য সংযোজন কর আরোপ না করার জন্য ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ করেছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিষয়টি পর্যালোচনা করেছে।' চিঠিতে আরো বলা হয়, 'রূপকল্প ২০৪১ অনুযায়ী উন্নত দেশের কাতারে শামিলের লক্ষ্য সামনে রেখে দেশে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান। উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদনে সরকারকে প্রতিনিয়ত অর্থের জোগান দিতে হচ্ছে যা মূলত আহরিত হচ্ছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মাধ্যমে। দেশীয় শিল্পের বিকাশ, আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ইত্যাদি লক্ষ্য সামনে রেখে সময়ে সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি সুবিধা দেওয়া হয়। সেখানে বলা হয়, উন্নয়নের বিপুল কর্মযজ্ঞে অর্থের জোগান অব্যাহত রাখাসহ দেশকে এলডিসি থেকে উত্তরণ এবং কর-জিডিপি অনুপাত কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উন্নীত করতে বিভিন্ন খাতের সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে প্রদত্ত অব্যাহতি সুবিধা ক্রমান্বয়ে প্রত্যাহার করা হচ্ছে, অর্থাৎ অব্যাহতির ক্ষেত্র সংকুচিত করা হচ্ছে।' এ অবস্থায় প্রদত্ত অব্যাহতির মেয়াদ শেষে পুনরায় আলোচ্য ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অপারগতা জ্ঞাপন করছে বলেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ভ্যাট আইন অনুযায়ী, যে কোনো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রেলের টিকিটে ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপের বিধান আছে। মেট্রোরেল যেহেতু পুরোপুরি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গণপরিবহন, তাই মেট্রোর ভাড়াতেও ভ্যাট আরোপ হওয়ার কথা। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৪.০৪.২০২৪ প্রতীক)

BBC

FEARS FOR GAZANS AS AID GROUPS HALT WORK OVER AIR STRIKE

Many Palestinians in the Gaza Strip will be wondering how they are going to feed their families after World Central Kitchen (WCK) paused its operations in response to the killing of seven of its aid workers in an Israeli air strike. Another US charity it works with, Anera, has also suspended work because of the escalating risks faced by its local staff and their families. Together, they were serving two million meals a week across the Palestinian territory, where the UN has warned that an estimated 1.1 million people - half the population - are facing catastrophic hunger because of Israeli restrictions on aid deliveries, the ongoing hostilities and the breakdown of order. (BBC Web Page: 04/04/24, FARUK)

ISRAELI MINISTER DENIES CONVOY STRIKE WAS DELIBERATE

An Israeli cabinet minister has denied claims Israeli forces deliberately targeted seven World Central Kitchen (WCK) aid workers in Gaza. WCK founder Jose Andres has accused Israel of targeting his workers "systematically, car by car". Nir Barkat, Israel's minister of economy, told BBC News that Mr Andres comments were nonsense. Israel says the strikes which killed the workers were a "grave mistake" and has promised an investigation.
(BBC Web Page: 04/04/24, FARUK)

TAIWAN QUAKE RAINED ROCKS LIKE BULLETS - SURVIVOR

Rescuers in Taiwan are working to reach more than 600 stranded people, a day after the island experienced its worst earthquake in 25 years. One survivor has recounted how tremors unleashed rockslides "like bullets" around the coal mine he was working at. The 7.4

magnitude earthquake hit near the eastern county of Hualien, killing nine and injuring more than 1,000. Some stuck in tunnels and near a national park have been rescued by helicopters, but 34 are still missing. (BBC Web Page: 04/04/24, FARUK)

RUSSIA'S NEIGHBOURS URGE NATO ALLIES TO BRING BACK MILITARY SERVICE

Rain drips down the glasses of new recruit Toivo Saabas, tracing the contours of the green and black face paint that completes his camouflage. Lying on the saturated ground, and peering through the sight of his gun, the only frailty that threatens to give away his position is the plume of air he breaths out silently into the icy Estonian forest. Then comes the deafening call to attack. The 25-year-old springs to his feet. Forming a line with his brothers in arms, he bounds through the trees towards the Russian border.
(BBC Web Page: 04/04/24, FARUK)

SOUTH AFRICAN FOOTBALLER SHOT DEAD IN CAR HIJACKING

South African footballer Luke Fleur's has been shot dead in a car hijacking, his team says. The shooting took place at a petrol station on Wednesday night in the Johannesburg suburb of Florida. The 24-year-old was waiting to be attended to when he was approached by unknown gunmen, who ordered him to get out of the vehicle. One of the suspects fled the scene with Fleur's car after the shooting. His team, Kaizer Chiefs, says the death was tragic. (BBC Web Page: 04/04/24, FARUK)

TOP INDIA AIRLINE TO CUT FLIGHTS AMID CREW PROTESTS

A major Indian airline is scaling back operations this month amid widespread flight cancellations and delays due to unavailability of its pilots. Since 31 March, Vistara has seen nearly 150 flight cancellations and 200 flight delays. Media reports said the disruption was caused by pilots going on mass sick leave to protest against changes post the airline's merger with Air India. Vistara says it is looking into better work-life balance for its pilots. (BBC Web Page: 04/04/24, FARUK)

TOP JUDGES URGE UK TO STOP ARMS SALES TO ISRAEL

Three former Supreme Court justices have joined more than 600 legal experts in calling for the UK government to end weapons sales to Israel.in a letter to the prime minister, they said exports must end because the UK risks breaking international low over a plausible risk of genocide in Gaza. Rishi Sunak is already facing growing cross-party pressure after seven aid workers were killed in an air strike. On Tuesday, he said the UK has a very careful arms licensing regime. British sales are lower than those of other countries, including Germany and Italy, and dwarfed by the billions supplied by its largest arms supplier, the United States. (BBC Web Page: 04/04/24, FARUK)

TOGO POSTPONES ELECTIONS AFTER NEW CONSTITUTION ROW

TOGO has delayed parliamentary and regional elections amid tensions following controversial constitutional reform. The reform approved by lawmakers last week replaced the presidential system with a parliamentary one. It also hands executive power to the prime minister, reducing the presidency to a symbolic role. Opposition parties have rejected the reform, fearing it could let President Faire Gnassingbe stay in power. He succeeded his father, Gnassingbe Eyadema, who died in 2005 after ruling the country with an iron fist for 38 years. (BBC Web Page: 04/04/24, FARUK)

::The End::